সঠিক লক্ষ্যপথের দিকে এক যাত্রা

যুব সম্প্রদায়কে অনুগামী করার লক্ষ্যে কিছু চিন্তাধারা

(c) Eurasia Discipleship Ministries 2009

Gustavo Crocker, Ed Belzer, Clive Burrows, Tim Evans, Jayme Himmelwright, Kyle Himmelwright, Todd Waggoner and Sabine Wielk.

গ্রন্থের ভূমিকা

খ্রীষ্টধর্ম, পবিত্রতা, প্রচারকার্য্য এই বিষয়গুলির ব্যাপারে সচরাচর কিছু প্রশ্ন থাকে যা আমরা অনেকেই জিজ্ঞাসা করি বা অন্যেরা জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য আমরা কজন চিন্তা করছিলাম, কিন্তু যেমন সব সময় হয়ে থাকে সেই রকম আমরা নিজেরাই এই সম্বন্ধে আরও প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। আমরা যথাযথ ভাবে সেই প্রশ্নগুলি লিখে ফেললাম, যেন আপনার সাথে একযোগে সেই যাত্রাপথে আমরাও পাড়ি দিতে পারি।

আপনি আপনার হাতে যা ধরে আছেন সেটি কেবল মূলতত্ত্বের সূচনা। এগুলি কিছু প্রশ্ন মাত্র এবং উত্তরের সুত্রপাত মাত্র। এগুলি যে সম্পূর্ণ বা বোধগম্য এটা ভাবার কোন কারণ নেই। এগুলি কেবল আপনার চিন্তাবর্দ্ধক। আপনাকে এবং আরও যারা এই যাত্রা পথের পথিক তাদেরকে নিয়ে, এবং ঈশ্বরের সহায়তায় আমরা আরও উত্তর আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করব।

এই বিষয়বস্তু ব্যবহারের কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নেই, কিন্তু এই প্রশ্নগুলি যদি আপনি আরও বেশী অনুসন্ধান করেন এবং আপনার পারিপার্শ্বিক লোকদের সাথে উত্তর খোঁজেন তাহলে মনে হয় আরও ফলদায়ক হতে পারে। এটা আপনার উপর নির্ভর করছে যে, আপনি গীর্জার বেঞ্চিতে বসে না আপনার প্রিয় কফিঘানায় বসে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। আমরা কেবল আপনাকে অনুরোধ করব যে, আপনি আরও উত্তর খুঁজুন, এবং প্রশ্ন করা থেকে বিরত হবেন না।

এই বিষয়বস্তুটিকে আরও উন্নত ও বিকশিত করার জন্য আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনি যদি চান এটাকে ছাপার হরফে এনে ভিডিও করতে, বা কোন কুইজ পরিচালনা করতে বা কৌতুকপূর্ণ ছবিতে প্রকাশ করতে বা আপনার চিন্তাধারাকে লিখিতভাবে জানাতে তাহলে আমরা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার সুচিন্তিত বক্তব্য অন্যের কাছে তুলে ধরব। আপনি দয়া করে আপনার চিন্তাধারা, আপনার বক্তব্য আমাদের কাছে ই-মেলে journeyeeurasiaregion.org -এ পাঠান যা আমরা অন্যের কাছেও তুলে ধরতে পারি এবং অন্যান্যদের চিন্তাধারা জানবার জন্য আপনাকে বলি, আপনি আমাদের ওয়েবসাইট www.eurasianazarene.org (resources" Link) দেখুন।

ঈশ্বর আমাদের সাহস ও ঐকান্তিক অধ্যাবসায় দিন যেন আমরা আমাদের যাত্রাপথে আরও কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হই এবং আমাদের খোলামন নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হতে পারি সেই নির্দ্দেশ মতন।

আপনার সহযাত্রী

ক্লাইভ, এড, যেমি, কাইন, সেবিন, টিম ও টড্

বি:দ্র:-আপনি এই পুস্তক ইংরাজী ভাষায় পেয়ে থাকলে যা আপনার অধিক স্বাচ্ছন্দের নয় তাহলে আপনি আপনার পছন্দের ভাষায় এটি মুদ্রিত হয়েছে কিনা জানবার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে চিন্তাধারা

এক বৃহদাকার ছবি

১। ঈশ্বরের সত্যিই কিরূপ
২। বাইবেল আমাদের যা গল্প বলে
৩। যীশু কী ভূমিকা পালন করেছেন
৪। পরিশেষে কী ঘটে

মন্ডলীর উদ্দেশ্য

৫। একই পরিবারভুক্ত
৬। অনুগ্রহ দান
৭। মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আনা
৮। মন্ডলীর বিধি এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্ক

পবিত্রতা সম্পর্কে চিন্তাধারা

পবিত্র লোকের গুণাবলী

১। সমস্তকিছুর ভেতর ঈশ্বরের অন্বেষণ
২। নিজেকে অন্বেষণের মতন ঈশ্বরের অন্বেষণ
৩। বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ
৪। কঠিন সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের অন্বেষণ

আত্মিক শৃঙ্খলা

৫। শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তা স্মরণে রাখা
৬। প্রার্থনা-ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা এবং তাঁর কথা শোনা
৭। দলগত-দোষ স্বীকার ও সম্পর্কযুক্ত থাকা
৮। স্থিরতা - নিস্তব্ধতা এবং উপবাস

পরিচর্য্যা কাজের সম্বন্ধে চিন্তাধারা

আমরা পরিচর্য্যা কাজ কেন করব।

১। ঈশ্বর তাই চান
২। আমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান
৩। ঈশ্বরই পথ প্রদর্শক
৪। আমরা সকলেই ঈশ্বরের যাজক

আমরা কাদের পরিচর্য্যা দিয়ে থাকি

৫। যারা হারিয়ে গিয়েছে
৬। তাদের মধ্যে যারা নগণ্যতম
৭। একে অপরকে
৮। এই পৃথিবীকে

প্রথম অধ্যায়

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম :
এক বৃহদাকার ছবি

১.১ ঈশ্বরের সত্যিই কিরূপ

১.২ বাইবেল আমাদের যা গল্প বলে

১.৩ যীশু কি ভুমিকা পালন করেছেন

১.৪ পরিশেষে কি ঘটে

যেমি হিমেলরাইট

১.১ ঈশ্বরের সত্যিই কিরূপ

প্র: ঈশ্বরকে বিভিন্ন রূপে বর্ণনা করতে আমি শুনেছি : প্রেমময়, বিচারক, সর্ব্বজায়গায় বিরাজমান, স্বর্গে উপবিষ্ট, আমাদের নীরিক্ষণরত, কার্য্য সম্পাদন রত। তাহলে ঈশ্বরের সত্যিই কি রূপ?

ঈশ্বর প্রেমময়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর প্রেমের সুত্রের মধ্যে গাঁথা। আমি একটু ব্যাখ্যা করি, কিছু সময়ের জন্য আমরা একটু গভীর চিন্তাধারার মধ্যে যাব! ভালবাসতে চাইলে, একজন ভালবাসার পাত্র দরকার তাই নয় কি? ঈশ্বর ত্রিত্বে অবস্থিত (পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, যারা কিনা একে অপরকে প্রেম করেন (যোহন ১৭) ঈশ্বর প্রেমের এক গোলবৃত্ত, তার মানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রেমের মুর্তকরণ বা রূপায়ণ। তথাপি ঈশ্বরের ভালবাসা আত্মকেন্দ্রিক নয়। সেই জন্য তিনি তাঁর ভালবাসাকে নিজের জন্য রেখে খুশী হন না; পরিবর্তে তাঁর ভালবাসা সর্ব্বদাই বিচ্ছুরিত হচ্ছে অন্যকে ভালবাসার জন্য। সেই জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেন। তিনি আমাদের ভালবসবার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর ভালবাসার মধ্যে দিয়ে আমাদের সহভাগিতা খুঁজছেন।

ঈশ্বরের মহত্ব আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বা ভাষা দ্বার প্রকাশ করতে পারবনা। তথাপি তাঁর প্রেম তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে বেষ্টন করে আছে। ঈশ্বরের এই প্রেম, তাঁকে সমস্ত কিছু থেকে পৃথকীকরণ করে এবং তাঁকে পরিক্রম করে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁর প্রেম অতি আবেগময় এবং ভাবপ্রবণ প্রেম নয়। ইহা এমনি প্রেম যার জন্য দরকার আত্মত্যাগ এবং নিয়মানুবর্তিতা। ইহা নিষ্কপট প্রেম (রোমীয় ১২:৯)।

যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে

১। আপনি ঈশ্বরকে কিভাবে উপলব্ধি করেন?

২। আপনি কি তাঁকে কেবল একটি দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন (উদাহরণস্বরূপ: কেবল বিচারক হিসেবে) অথবা আপনি কি তাঁর বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলী দেখেন?

৩। আপনি কি ঈশ্বরকে জানেন ভালবাসার প্রতিমূর্তি রূপে? আপনি কিভাবে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানতে সচেষ্ট?

১.২ বাইবেল আমাদের যা গল্প বলে

প্র: আমি আমার বাইবেল আংশিক পড়েছি, কিন্তু আমি পুরাতন-নিয়মের ভাববাদীদের সাথে নুতন নিয়মে সুসমাচারের, বা দায়ুদের গীতসংহিতার সাথে পৌলের পত্রের কোন যোগসুত্র খুঁজে পাইনি।

বাইবেল ঈশ্বরের ভালবাসার গল্প। সৃষ্টির আদি থেকেই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করার কাজে ব্যস্ত। আদম ও হবার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তাঁরা তাদের এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে এবং বংশানুক্রমে এই ছিন্ন সম্পর্ক চলে আসছে। তারপ ঈশ্বর অব্রাহামের পরিবারকে তথা ইস্রায়েল জাতিকে মনোনীত করলেন তাঁর নিজস্ব লোক বা জাতি হিসাবে। ঈশ্বর এটা করলেন বলে, এই নয় যে তিনি কেবল ইস্রায়েল জাতিকে ভালবাসলেন এবং পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিকে ত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি ইস্রায়েল জাতিকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিলেন। সেই দায়িত্ব হল যে তারা পৃথিবীর অন্যান্যদের জানাবে ঈশ্বর কে যাতে অন্যান্য জাতি ও লোকেরা ঈশ্বরের ভালবাসার সহভাগিতার আসতে পারে (আদিপুস্তক ১২:২-৩, যাত্রাপুস্তক ১৯:৫-৬) যদিও, ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের সেই ভাল কাজ করল না, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল, সেইজন্য ঈশ্বর তাদের উপর রাজাদের নিয়োগ করলেন যেন তারা তাদের পথপ্রদর্শক হয় (১ম রাজাবলি ৮:৪১-৪৩, গীতসংহিতা ৬৭:১-৪), তথাপি তারা ঈশ্বরের নিকট থেকে বিরত থাকল, তাই ঈশ্বর তাদের সর্তক করার জন্য ভাববাদীগণকে পাঠালেন, কিন্তু তারা কর্ণপাত করল না (যিশাইয় ২:২-৪, ৬৬১:৮-২১, যিরিমিয় ১:৫)।

তারপর ঈশ্বর, যা প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দশন হতে পারে তাই করলেন (যোহন ৩:১৬, ১ যোহন ৪:৯-১২); তিনি পৃথিবীতে মানুষরূপে অবতীর্ণ হলেন যাতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন হয়। যীশু পৃথিবীকে দুটি বিশেষ উপহার দিয়ে গেলেন, যখন তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন।প্রথমে তিনি পবিত্র আত্মা দান করলেন - যা হল প্রতিদিন আমাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি, যা আমাদের ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, তিনি মন্ডলী স্থাপন করলেন। এই মন্ডলীই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ। আমাদের এক বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যা হল ঈশ্বরকে জগতের কাছে প্রকাশ করা, যাতে তারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। (মথি ২৮:১৮-২০, প্রেরিত ২:৮)।

নুতন নিয়মের বাকি অংশ আমাদের বলে কিভাবে মন্ডলী বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও লোকেরা

কিভাবে ঈশ্বরের সহভাগিতায় এল। সর্ব্বশেষে, প্রকাশিত বাক্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করল এক চিত্র যে, একদিন পৃথিবীর সর্ব্বজাতি ঈশ্বরের সামনে একত্র হবে যা কিনা তাঁর ভালবাসা বা প্রেমের পূর্ণতা স্বরূপ (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯-১০, ৭:৯-১০)। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, সমস্ত জাতির জন্য ঈশ্বরের ভালবাসার পশ্চাৎধাবন।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে :

১। পুরাতন নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঈশ্বরকে যেভাবে দেখি তার সাথে নুতন নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরকে জানার মধ্যে আপনি কি সম্বন্ধ দেখেন?

২। যীশু জগতে এসেছিলেন ঈশ্বরকে আরও প্রগাঢ় ভাবে প্রকাশ করতে-আমাদের এই বিশ্বাস কি আরও একটি দৃষ্টিকোণ খুলে দেয়?

১.৩ যীশু কি ভূমিকা পালন করেছেন

প্র: আমি জানি যীশু আমার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু এটাই কি একমাত্র কাজ যার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন?

যীশু পূর্ণ ঈশ্বর এবং পূর্ণ মানুষ ছিলেন; (চিন্তা করবেন না, এটি আপনার সম্পূর্ণরূপে বোঝার দরকার নেই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি এটা একটা গূঢ়তম বিষয়) সেইজন্য যীশু ঈশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ই প্রকাশ করেন।

প্রথমত, যীশু আমাদের কাছে প্রকাশ করেন ঈশ্বরকে (লুক ১০:২২, যোহন ১৪:৯, ১৭:৬)। ইতিহাসে প্রথম মনুষ্য সমাজ ঈশ্বরকে বাস্তব, চাক্ষুষ দেখল। আমাদের পক্ষে সম্ভব হল তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানবার; তাকে ভালবাসবার, এবং তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করার।

দ্বিতীয়ত, যীশু আমাদের সঠিক মানবতা কি তা দেখালেন। আদিপুস্তকের ১:২৬ পদ, বলে, আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি। এর অর্থ হল, আমরা ঈশ্বরের সাথে এবং অন্যান্য মানুষের সাথে এক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকারী। যীশু আমাদের দেখালেন এবং শিক্ষা দিলেন আমরা কিভাবে ঈশ্বরের সাথে সঠিক পূর্ণাঙ্গ সম্বন্ধ এবং অন্যের সাথে নিঃস্বার্থ ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে জীবন ধারণ করতে পারি। (মার্ক ১২:২৯-৩১)

তিনি আমাদের দেখালেন কিভাবে কর্তৃত্ব এবং সংগতি নিঃস্বার্থভাবে ব্যবহার করা যায়। যীশু আমাদের দেখালেন ভবিষতে আমরা একদিন কিরূপ হব। তিনি আমাদের কাছে পরিস্কার চিত্র তুলে ধরলেন, আমরা অনন্ত জীবন কি ভাবে অতিবাহিত করব এবং শিক্ষা দিলেন বর্তমানে আমাদের কি ধরনের জীবন যাপন করার প্রয়োজন (যোহন ১৭)।

পরিশেষে, ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করেননি যখন যীশু স্বর্গারোহন করলেন। পরিবর্তে ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা রূপে আমাদের সাথে থাকলেন যা কিনা আমাদের শক্তি যোগাবে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অন্যদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক রেখে চলার (যোহন ১৪:১৫-১৯)।

আমি প্রার্থনা করি, ‘‘তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হইয়া সমস্ত পবিত্রগণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা কি; এবং জ্ঞানাতীত যে

খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও" (ইফিষীয় ৩:১৭-১৯)।

যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। আমরা যীশুর কাছ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

২। আমরা যীশুর কাছ থেকে সত্যকার মানবতা সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

১.৪ পরিশেষে কি ঘটে

প্র: আমার বেশ কিছু বন্ধু আছে যারা ভাল কিন্তু খ্রীষ্টবিশ্বাসী বা খ্রীষ্টান নয়। আমি বুঝি না কেন ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন, কিন্তু মন্ডলীতে যে সমস্ত নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন খ্রীষ্টান লোকদের আমি জানি, তাদের শাস্তি দেবেন না, আমার বন্ধুদের কি কোন আশা আছে?

এটি একটি কঠিন প্রশ্ন, সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় কেবল ঈশ্বরই এর উত্তর দিতে পারেন। ঈশ্বর প্রেমময় এবং দয়াশীল, তথাপি তিনি কিন্তু ন্যায়বান। সদাপ্রভু ক্রোধে ধরী ও দয়াতে মহান, এবং অধর্মের ও অপরাধের ক্ষমাকারী, তথাপি অবশ্য পাপের দন্ড দেন (গণনাপুস্তক ১৪:১৮)।

ঈশ্বর ন্যায়বান, অনেক উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্পের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা ভবিষ্যতের বিচার সম্বন্ধে জানতে পারি। শাস্ত্র আমাদের বলে যে, খুব অল্প সংখ্যকই স্বর্গে প্রবেশাধিকার পাবে।(মথি ৭:১৩-১৪, ১পিতর ৪:১৮); বাইবেল আমাদের এও শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র যীশুর মাধ্যমেই আমরা পিতার কাছে যেতে পারি (যোহন ১৪:৫-৬, প্রেরিত ৪:১২)

অপরদিকে ঈশ্বর হল প্রেম, ঈশ্বর কি আমাদের অনুগ্রহ দেখাবেন? তিনি কি আমাদের অন্তরের অভিপ্রায় দেখেন? তাঁর বিচার কি তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করবেন? (রোমীয় ২:১২-১৬); বাইবেল আমাদের বলে যে "যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নিবাসীদের সমুদয় জানু পাতিত হয় এবং সমুদয় জিহ্বা স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন" (ফিলিপিয় ২:১০-১১)। আমার মনে হয় না যে, আমরা ঈশ্বরকে একটি সীমিত জায়গার মধ্যে তাঁর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারি। ঈশ্বর হচ্ছেন অন্তিম বিচারক এবং তিনি আশার ঈশ্বর।

আমরা এটা ভালভাবে জানি, যে, কেবল যীশুর মাধ্যমেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি (যোহন ৩:১৬)। এই জীবন আমরা কেবল ঈশ্বরের জন্যই ধারণ করব এবং তাঁর কথা অন্যদের কাছে তুলে ধরব। ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা ঠিক সময় বিচার করবেন তাদের জন্য তিনি কি করবেন, যারা তাঁকে গ্রহণ করেনি।

যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে

১। আমাদের কি ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ধারণার প্রয়োজন?

২। আমরা কিভাবে এই নিগূঢ়তত্ত্বের সাথে জীবন ধারণ করতে পারি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ্রীষ্টধর্ম্ম
মন্ডলীর উদ্দেশ্য

২.১ একই পরিবারভুক্ত

২.২ অনুগ্রহ দান

২.৩ মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আনা

২.৪ মন্ডলীর বিধি এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্ক

এড্ বেলজার

২.১ একই পরিবারভুক্ত

প্র: আমার মন্ডলীতে কিছু লোক আছে যারা আমাকে উন্মত্ত করে তোলে। আমাকে কি সত্যিই গীর্জাতে গিয়ে এই লোকদের সান্নিধ্যে আসতে হবে।

হ্যাঁ! পরবর্তী প্রশ্ন

না না আমি খেলার ছলে বললাম। প্রকৃতপক্ষে আমরা সৃষ্ট হয়েছি অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং ঈশ্বর চান যেন তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা রাখি। সম্পর্ক রাখা কিন্তু একটা দুরূহ ব্যাপার। আমরা যদি আমাদের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমরা দেখব পৃথিবীর চারিদিকে কেবল দ্বন্দ্ব এবং অনেক সময় আমরা দেখি আমাদের মন্ডলীতেও এমন দ্বন্দ্ব বিদ্যমান যে, মন্ডলীর কিছু লোক আমাদের পাগল করে তোলে। ভাববেন না আপনি একাকী এটি এমন একটা প্রশ্ন যা নিয়ে আমরা সকলেই আলোড়িত এবং সবসময় যুদ্ধরত।

আসুন, আমরা যীশুর সেই মহান আদেশের প্রসঙ্গে ফিরে যাই যা মথি ২২:৩৪-৪০ পদে উল্লেখিত। আমরা তখনই ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করতে পারব এবং তার মনোমত হতে পারব যখন কিনা আমরা ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ, আমাদের সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে প্রেম করতে পারব। আমরা যখন ঈশ্বরকে এই ভাবে প্রেম করতে পারব তখনই আমরা সমর্থ হব ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন তাদের ভালবাসতে আর তারা হল মানবজাতি।

আমি যখন তাদের সাথে আদান প্রদান করি যারা কিনা আমাকে উন্মত্ত, পাগল করে তোলে, আমি তখন সেই সত্যটা চিন্তাকরি যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে তাঁরই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন (আদিপুস্তক ১:২৬)। প্রতিটি মানুষকেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তারা যেমনই দেখতে হোক না কেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন, মনোভাব যাই হোক না কেন, তাদের ব্যবহার যাই হোক না কেন, সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টে। আমাকে এটা স্মরণ রাখতে হয় যখন আমি আমার মন্ডলীর সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে আদানপ্রদান করি যারা কিনা আমাকে উন্মত্ত করে তোলে।

আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যেন সকলকে প্রেম করি, কিন্তু এর মানে এই নয় যে প্রত্যেকেই আমার বিশিষ্ট বন্ধু হবে। এর মানে হচ্ছে আমাদের সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে আমরা তাদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারি।

আমরা যদি ইফিষীয় ৪ অধ্যায় দেখি, সেখানে পৌল আমাদের সম্যক ধারণা দেন যা আমাদের

সাহায্য করবে মন্ডলীতে অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে। আমাকে অনেক অনেক বার এই অধ্যায়ে যেতে হয়েছে, বারংবার প্রার্থনা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় পদ সত্যই আমাদের কাছে তুলে ধরে অন্যের সঙ্গে আমাদের কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত। আমি এটা উপলব্ধি করেছি যে যারা খ্রীষ্টান নয় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কি রকম দূরূহ ব্যাপার (এটি ধারণা যে পাপী লোকেরা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে) সেইজন্য আমি অবহিত যে অখ্রীষ্টিয় লোকদের সাথে আদান প্রদান করতে গেলে আমাদের প্রচুর ধৈর্য্য ও প্রেম দরকার। কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে মন্ডলীতে লোকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ।

কিন্তু তৃতীয় পদে পৌলের বাক্য আমাকে এই বিষয়ের মুখোমুখি নিয়ে এল, ''প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হও''। তিনি বলেন অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে চলা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। এটি করা উদ্যমের ব্যাপার, এটি শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

অনেক সময় যাদের আমরা অতীব ভালবাসি তাদের সাথে চলা সবথেকে বেশী কষ্টকর হয়ে পড়ে, কারণ আমরা তাদেরকে ভালভাবে জানি। আমরা তাদের দুর্ব্বলতা জানি, আমরা জানি তারা কে। সত্যি কথা হল, আমরা প্রত্যেকে জানি আমাদের জীবনে কিছু না কিছু দুর্ব্বলতা থাকে যা অন্যদের বিরক্তির উদ্রেক করে।

আমার পরিবারে লোক আছে যারা আমাকে উন্মত্ত করে তোলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আমার পরিবারভুক্ত। মন্ডলী খ্রীষ্টের দেহস্বরূপ ''ঈশ্বরের পরিবার''। আমরা সর্ব্বপ্রকার সচেষ্ট হব যাতে প্রত্যেকের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারি।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১. কারা সেই ব্যক্তি যারা আপনাকে উন্মত্ত করে তোলে আর কেনই বা তারা আপনাকে উত্তেজিত করে?

২. আপনি তাদের জীবনে কি ''ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি'' দেখতে পান?

৩. তাদের জীবনের একটি গুণ কি যা আপনি যথোচিত মর্যাদা দিতে পারেন?

৪. কিভাবে আপনি তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন?

৫. আপনার জীবনে কি কি দুর্ব্বলতা আছে যা অন্যকে উন্মত্ত করতে পারে?

২.২ অনুগ্রহ দান

প্র: যীশু কিছু মন্দ বা উপেক্ষিত লোকদের সাথে চলাফেরা করতেন এবং তাদের ক্ষমা দান করেছিলেন। আমাদের মন্ডলী কি ভাবে যীশুর সেই পথ অনুসরণ করতে পারে?

আপনি এক অতি সত্য কথাই বলেছেন যে, যীশু পৃথিবীতে থাকাকালীন অনেক উপেক্ষিত ও মন্দলোকদের সাথে আদান প্রদান করতেন। আমরা সখরিয়র গল্পতে যীশুর সেই মন্দলোকদের সাথে চলাফেরা দেখি (লুক ১৯:১-১০)। যীশু জানতেন যে, লোকেরা তাঁর এই পাপীলোকদের সাথে চলাফেরা; ব্যাপারে অনেক কথা বলে যীশু উত্তরে তাদের বলেন, ‘‘কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।”

আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, মন্ডলীর এক বিশেষ উদ্দ্যেশ্য হল যে, যারা যীশুকে জানে না তাদের কাছে পৌঁছান। মন্ডলীর পক্ষে এটা খুব সহজ যে, তার সদস্যরা মন্ডলীর এক নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু আমাদের বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া দরকার।

আপনি খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে যদি পাপীলোকদের সাথে চলফেরা করেন তাহলে একে অপরকে প্রভাবিত করবেন। হয় আপনি তাদেরকে খ্রীষ্টের পথে আনবেন বা তারা আপনাকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। আপনার প্রভাব কি শক্তিশালী যে আপনি তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনবেন, না তারা আপনাকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়াকে প্রভাবিত করবে।

যখন আমি ১৪ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছিলাম আমি পানশালাতে মদ্যপানের জন্য নাও যেতে পারতাম। আমি চারিত্রিকভাবে তত শক্তিশালী ছিলাম না সেই প্রলোভনকে দূরে রাখার জন্য। আজ কিন্তু মদ আমাকে প্রলোভন দেখাতে পারে না বা সেখানে যাওয়া আসাও আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না। সত্যি বলতে কি, আমার তাদের জন্য সহানুভূতি হয় যাদের জীবন সেই মন্দ বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মন্ডলীতে আমাদের সম্মুখে এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, যা হলে খ্রীষ্টের কাছে অন্যকে নিয়ে আসা এবং তাকে বিশ্বাসে বেড়ে ওঠায় সাহায্য করা।

অনেক মন্ডলী আছে যারা খুব ভালভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছাতে সমর্থ কিন্তু তারপর তাদের নিয়মানুবর্তিতা শিখাতে মন্ডলীকে বেগ পেতে হয়। একজনকে শুধু পরিত্রাণের পথে এনে থেমে থাকলে হবে না কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সারাজীবন তাকে শেখান এবং বিশ্বাসে বেড়ে

ওঠার কাজটারও দরকার। নুতন বিশ্বাসীদের কাছে খ্রীষ্টকে তুলে ধরা যদিও খুব উদ্দীপনার বিষয়, কিন্তু আমরা চাই সেই সমস্ত লোকেরা বিশ্বাসে বেড়ে উঠুক এবং তাদের বিশ্বাস স্বর্গে যাওয়া পর্য্যন্ত অবিচল থাকুক।

প্রেরিত পুস্তকে আমরা আদি মন্ডলীর কথা জানতে পারি। লুক বলেছেন ৩০০০ লোক একদিনে মন্ডলীতে যোগদান করেছিল। তিনি আরও বলেন, তারা প্রতিদিন প্রভুর ভোজের জন্য, প্রার্থনার জন্য মিলিত হতেন এবং প্রেরিতদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন (প্রেরিত ২:৪২)। আমাদের প্রয়োজন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসে আরও দৃঢ় হওয়া, তাহলে আমরা সেই সমস্ত লোকদের সাথে আদান প্রদান করতে পারব যাদের যীশুকে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বাস্তবে ঘটনা হল, আত্মিকতার প্রতিটি ধাপেই মন্ডলীর লোক আছে। কেউ হয়ত পরখ করে দেখছেন খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ কি? কেউ হয়ত কিছু দিন আগে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ আবার তাদের বিশ্বাসে বেড়ে উঠেছেন। আবার কেউ কেউ গভীরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন খ্রীষ্টান যাদেরকে আমরা পরিপক্ক. হিসাবে গণ্য করতে পারি।

অনেক বিভিন্ন উপায় বা রাস্তা আছে যার দ্বারা আমরা আমাদের বিশ্বাসকে পরিচালিত করে এক মন্ডলী হিসাবে লোকেদের কাছে পৌঁছাতে পারি।

একটা পথ হল, আমরা মন্ডলীতে বা যুবগোষ্ঠীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে রান্নাঘরে যোগদান করে গৃহহীনদের খাদ্য বিতরণ করতে পারি। আমি একটি যুবগোষ্ঠীর কথা জানি যারা প্রতিমাসে অর্থ সংগ্রহ করে সেই সমস্ত মহিলাদের বাসস্থান দেবার জন্য যারা যৌনকর্মীর কাজ থেকে সরে আসতে চায়। এটাও হতে পারে, যা খুবই সাধারণ যে লোকটা রোজ একলা বসে তার খাবার খায়, তার সাথে বসে একসাথে খাওয়া।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। আপনি সর্ববৃহৎ কি প্রলোভনের সামনাসামনি হয়েছেন?

২। আপনি যদি আপনার সর্বপেক্ষা মন্দ বন্ধুদের সাথে আদান প্রদান করেন তবে কে কাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে?

৩। আপনার স্কুলের কোন কোন ছাত্ররা আপনার বন্ধুত্ব চায়?

৪। আপনি আপনার মন্ডলীকে কি কি চিন্তাভাবনা দিতে পারেন সেই সমস্ত লোকদের কাছে পৌঁছানার জন্য যারা আপনার পাশে পাশে থাকে?

২.৩ মানুষকে ঈশ্বরের সন্নিধানে আনা

প্র: আমার মন্ডলীতে প্রচন্ড মতবিরোধ আছে কিছু বিষয় নিয়ে যা হল, কিভাবে আমাদের আরাধনা পদ্ধতি হবে, লোকে কি রকম পোষাকে গীর্জ্জায় আসবে। মনে হয় না কি আরও অনেক উচ্চ বিষয় নিয়ে মন্ডলী চিন্তা করুক?

আমি বলতে দুঃখিত যে, আমাদের মন্ডলীর দৃষ্টি বেশিরভাগ সময়ই সেই দিকে নিবদ্ধ যা হচ্ছে কিনা আমাদের আরাধনা পদ্ধতি কি রকম হবে বা আমরা কি পোষাকে গীর্জ্জায় এসে ঈশ্বরের আরাধনা করব। মন্ডলী কিন্তু সৃষ্টি হয় যীশু খ্রীষ্টের রব, তার হস্ত বা পদ হিসাবে। মন্ডলী হিসাবে আমাদের প্রধান কাজ হল খ্রীষ্টকে জগতের সামনে তুলে ধরা, এবং এটাই আমাদের করা উচিত। এবং ছটি উক্তির মাধ্যমে আমরা তা বলতে পারি 'ঈশ্বরকে প্রেম করা' এবং 'অন্যকে প্রেম করা'।

আমার মনে হয়, আপনার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা মন্ডলীগতভাবে অকৃত্রিম প্রকৃত উপায়ে কিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি এবং সত্যিকারে কি ভাবে অপরকে ভালবাসতে পারি। আমরা যাকে বলতে পারি, ''আরাধনার পদ্ধতির দ্বন্দ্ব'' যা বহু বছর ধরে চলে আসছে; কি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি। এই দ্বন্দ্বের আংশিক কারণ হল আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিভিন্ন আরাধনার পদ্ধতিকে ভাবি যে আমারটাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পাওয়ার জন্য। যে প্রজন্ম ধর্মসংগীতের সাথে বেড়ে উঠেছে, সংগীত তাদের ভালভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসায় সাহায্য করতে পারে। আজকের প্রজন্মের বাজনার তালে তালে সংগীত দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার ঝোঁক বেশী। কিন্তু উভয় পদ্ধতির বিপদ হল যে, আমরা হয়ত ঈশ্বরের আরাধনা না করে সেই ''ফ্যাশানের''ই আরাধনা শুরু করব। আমাদের জীবনে কিছু পরিমাণ শিক্ষা নেওয়া এবং ক্রমাগত বেড়ে ওঠার প্রয়োজন। প্রতিটি প্রজন্মের বিভিন্ন বিষয় আছে যা অন্য প্রজন্মকে শিখাতে পারে বা তার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

আমরা কি পোষাক পরব তা হয়ত প্রথমত মনে হয় খুবই তুচ্ছ বিষয় কিন্তু এই বিষয়ের একটা গভীরতা আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যখন আপনি ফুটবল খেলা শিখতে যান, আপনি সেই খেলার প্রাথমিক নীতি সম্বন্ধে অবহিত হন। যখন আপনি সম্পূর্ণ রূপে সেই খেলার নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবিহত হন, তখন তা আপনার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায় (উদাহরণস্বরূপ, কিভাবে সঠিক উপায়ে বলটি নিতে হবে অভ্যস্ত হওয়া, কি ভাবে অন্যের কাছ থেকে নিয়ে নিজের দলের খেলোয়াড়কে পাঠাবেন, নিক্ষেপ করার নিয়ম--এই সমস্ত) এই প্রাথমিক নীতি

শেখার পরই আপনি পরবর্তী উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

সময় সময় মনে হয়, আমরা ক্ষুদ্র বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের স্থান দিই। বাস্তবিকভাবে দেখতে গেলে, আমরা যদি মন্ডলীর প্রাথমিক বিষয় সম্বন্ধে, যা মন্ডলীর কার্য্য, সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকি, এবং আমরা আমাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত করব সে সম্বন্ধেও সজাগ থাকি তাহলে তখন আমরা অন্য বিষয় চিন্তা করতে সমর্থ হব। কোন কোন ক্ষেত্রে লোকেরা ভাবতে পারেন আমরা আমাদের উৎকৃষ্ট জিনিষ ঈশ্বরকে দান করব, সেই জন্যই আমাদের উত্তম পোষাক পরে মন্ডলীতে যাওয়ার প্রয়োজন। অন্য ক্ষেত্রে হয়ত এইরূপ মানসিক ভাবনা থাকতে পারে "তুমি যেমন আছ তেমনি এস", কেননা আরাধনা অন্তরের ব্যাপার। আমাদের এই দুই ভিন্ন মতের সমন্বয় করার প্রয়োজন আছে।

আমরা যদি প্রেরিত ৬:১৭ পদ দেখি, আমরা দেখতে পাই, খাদ্য বিতরণ, প্রচার ও শিক্ষা দান নিয়ে আদিমন্ডলীতে মতভেদ ছিল। কোন কোন শিষ্যকে স্তুতি, আরাধনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, অন্যকে সহানুভূতির কার্য্য সকলের দায়িত্ব। এটা কি কোন বৃহৎ ব্যাপার? আসলে ব্যাপারটা হল আমাদের আরাধনার উদ্দেশ্য ও তার গুরুত্বকে বজায় রাখতে হবে। আমরা কি ভাবে পরিচর্য্যার কাজ করব সেটা মনে রাখতে হবে এবং সর্ব্বোপরি মনে রাখতে হবে এই সমস্ত কার্য্য কি ভাবে খ্রীষ্টকে জগতের সামনে তুলে ধরছে।

আরাধনা ঈশ্বরের প্রতি কেবল আমাদের মনোযোগ এবং ভালবাসা দেওয়া নয়-যা ঈশ্বর সত্যই উপভোগ করেন। সকলে একাত্ম হয়ে এই আরাধনা সম্পাদিত করা যায়--যা আমাদের অন্য বিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করবে, যা ঈশ্বর আরও উপভোগ করেন। এটি খ্রীষ্টের সহিত এবং তাঁর মন্ডলীর সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্যতার একটি উপায়। এই স্তুতি-আরাধনার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে অনুগ্রহ দান করেন, আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের ভার বহনের জন্য! এই অনুগ্রহই আমাদের প্রত্যেককে শক্তি জোগায় এই জগতকে খ্রীষ্টের ন্যায় দেখবার জন্য এবং সেইরূপ পরিচর্য্যার কার্য্য করার জন্য যেমন খ্রীষ্ট করতেন।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। আপনি কোন্ আরাধনার পদ্ধতি মনে করেন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সন্নিকটে উপস্থিত?

২। আপনি কি কোন বিশেষ সময়ে কথা মনে করতে পারেন যখন সমস্ত প্রজন্ম একসাথে

আরাধনার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এবং আপনি পবিত্র আত্মার উপস্থিতির আধিক্য সেখানে দেখেছিলেন ?

৩। আপনি কিভাবে আরাধনা করেন, ‘‘ঈশ্বরকে আপনার সর্ব্বোত্তম দেওয়া,’’ না ‘‘ যেমন আছেন তেমনিই এসো’’ ?

৪। আপনি যে পোষাক পরে গীর্জ্জায় যান তা কি অন্যদের ঈশ্বরের আরাধনা থেকে অন্যমনস্ক করে অথবা অন্যদের দৃষ্টি আপনার দিকে কেন্দ্রীভূত হয় ?

২.৪ মন্ডলীর বিধি এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক

প্র: আমার মন্ডলীতে অনেক নিয়ম-কানুন আছে। যীশু কি সত্যিই এটা চেয়েছিলেন যখন তিনি মন্ডলী সৃষ্টি করেন?

মন্ডলীর অস্তিত্ব কিন্তু তার নিয়ম-কানুনের উপর নির্ভর করে না। তথাপি এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে আমাদের ঈশ্বর কিন্তু নিয়মের ঈশ্বর। লেবীয়পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায়, ঈশ্বর কত নিয়মানুবর্তী। আমরা যদি গণনাপুস্তক পড়ি দেখব যে, ঈশ্বর কত নির্দ্দিষ্ট। তিনি জানতে চাইলেন প্রতিটি উপজাতিতে কত সংখ্যক লোক আছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করিনা মন্ডলীর ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন। আমি 'উপদেশ', 'সীমানা' বা 'পথনির্দেশিকা' এই বিষয়গুলির সহিত ভালভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারি। সীমানা ছাড়া ফুটবল খেলা কি চিন্তা করা যায়? ভাবুন দেখি আপনি কি রকম অভিজ্ঞতা লাভ করবেন যখন খেলোয়াড়রা খেলা শুরু করল এবং বলটি এসে দর্শকদের আসনে পড়ল এবং সমস্ত খেলোয়ড়ররা দর্শকদের গ্যালারিতে ছুটে এসে বলটিতে লাথি লাগাল। যেহেতু খেলোয়াড়রা বলটির পেছনে ছুটছে তাই সমস্ত দর্শকবৃন্দ বলটির জন্য লাথি খেতে লাগল।

কিন্ত এটি কখনই হবে না কেননা খেলোয়াড়রা জানে যে, তাদের সীমানার মধ্যেই খেলতে হবে। বলটি যখন সীমানা অতিক্রম করে, বাঁশি বাজার সাথে সাথেই তারাও দাঁড়িয়ে যায় এবং আবার সীমানার মধ্যে খেলা শুরু করে। বড় ম্যাচ যখন সীমানার মধ্যে খেলা হয় তখন তা সত্যিই উপভোগ করা যায়।

সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের জীবনের জন্য কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর মন্ডলীর পরিচর্য্যার আংশিক বিষয় হল, আমাদের জীবনের সীমানা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা। প্রতিটি প্রজন্মের প্রতিটি সংস্কৃতির কিছু নুতন বিষয় থাকে, এবং বর্তমানকালে আমরা কিভাবে খ্রীষ্টের মতন জীবনধারা যাপন করতে পারব সেটা আমাদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

যীশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ''সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আদেশ কি'' (মথি ২২:৩৪-৪০)। যে আইন-বিশেষজ্ঞ যীশুকে এই প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কিন্তু উত্তর জানার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন না এটা ছিল শুধু একটা পরীক্ষা। আমাদের আইন এই জন্য দেওয়া হয়নি যে আমরা তার থেকে নিয়মকানুন বানিয়ে আইনসিদ্ধ ভাবে তাকে অনুসরণ করব, কিন্তু তা দেওয়া হয়েছিল নির্দেশিকা হিসাবে যা আমাদের সাহায্য করবে কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসব এবং তাঁর সাথে অন্যকেও ভালবাসব।

একটি উদাহরণ দি। আমার স্ত্রী যখন শিশু ছিল, তার পিতা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সে তার শোবার ঘরে কখনও মিষ্টি জাতীয় বস্তু ফেলে না আসে। এই নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল যে, তারা যে জায়গায় বাস করত সেখানে অনেক কামড়ানি পিপঁড়ে থাকত যারা কিনা মিষ্টি ভালবাসে। কিন্তু আমার স্ত্রী সে কথা শোনেনি এবং একটা খোলা চকোলেটের বাক্স তার বিছানায় রেখে এসেছিল। সেদিন রাতে যখন সে বিছানায় ঘুমাতে গেল, সে তার বিছানায় একলা ছিলনা, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কামড়ানি পিপঁড়রা তাকে ছেঁকে ধরেছিল এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত সে তার সারা শরীরে সেই পিপঁড়ে কামড়ানোর দাগ বয়েছিল। তাকে সুরক্ষার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এটা নিয়মের তালিকাভুক্ত ছিলনা যে তা মান্য করতে হবে।

আপনার যদি মনে হয় মন্ডলী আপনাকে একগুচ্ছ বিধি-নিয়ম দিচ্ছে তা অনুসরণ করার জন্য তাহলে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করব যে আপনি আপনার আত্মিক হৃদয়কে দেখুন। আপনি কি সত্যই ঈশ্বরকে খুঁজছেন, এবং তিনি আপনাকে যেভাবে গড়তে চান আপনি তাই হতে মনস্থ করেছেন। আপনি কি ঈশ্বরের নির্ধারিত সেই সীমানার বাইরে জীবন ধারণ করছেন? তিনি কি আপনার জন্য কোন সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করেছেন যা আপনাকে সাহায্য করবে জানতে যে আপনি কোথায় আছেন?

আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আপনার মন্ডলীর কারও সাথে এই বিষয়ে কথা বলুন যা আপনার কাছে মনে হচ্ছে কেবল ‘‘নিয়ম-কানুন’’, এবং জিজ্ঞাসা করুন ‘‘কেন এই নিয়মটা প্রচলিত হয়েছে।’’ এই কারণের পিছনে কি নির্দেশিকা আছে তা বোঝাবার চেষ্টা করুন। আমার মনে হয়, আপনি তা খুঁজে পেয়ে সেই নিয়মের পেছনে কি মানসিক, নৈতিক এবং আত্মিক কারণ আছে তা জেনে তাকে মর্যাদা দেবেন।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। কোন নিয়মটি আপনাকে সর্বাপেক্ষা বেশী রাগিয়ে দেয়?

২। আপনি কি অবহিত আছেন কেন আপনার মন্ডলীতে সেই নিয়মটি প্রচলিত হয়েছে? (যদি না জানেন সন্ধান করুন কেন?)

৩। আপনি নিজে কি কাউকে নিয়ম বা পথনির্দেশিকা দিয়েছেন যা তারা ভালভাবে মান্য করেনি? সেই বিষয়ে আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল তা আপনার এক বন্ধুর সাথে আলোচনা করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা : পবিত্র লোকের গুণাবলী

৩.১ সমস্ত কিছুর ভেতর ঈশ্বরের অন্বেষণ

৩.২ নিজেকে অন্বেষণের মতন ঈশ্বরের অন্বেষণ

৩.৩ বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ

৩.৪ কঠিন সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের অন্বেষণ

ক্লাইভ রাবোস

৩.১ সমস্ত কিছুর ভেতর ঈশ্বরের অন্বেষণ

প্র: যীশু বলেছেন সর্ব্বপ্রথম মহৎ আজ্ঞা হল তুমি তোমার সমস্ত প্রাণ, মন, অন্তঃকরণ এবং শক্তি দিয়া ঈশ্বরকে প্রেম কর। আমি কিভাবে তা করতে পারি?

যীশু এক ইহুদী ব্যবস্থাবেত্তা বা ধর্মীয় শিক্ষককে, যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ব্যাবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা মহৎ, উপরে বর্ণিত উত্তর দিয়েছিলেন (মথি ২২:৩৭, মার্ক ১২:৩০, লুক ১০:২৭)। যদিও সেই সময় প্রায় ৬১৩ টি স্বীকৃত আজ্ঞা ছিল, যীশু কিন্তু তার মধ্যে কোনটিকেই মহৎ আজ্ঞা বলেননি। তার বদলে পুরাতন-নিয়মের সবথেকে প্রচলিত এবং যা সবার মুখস্থ সেই অংশটির উল্লেখ করেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৫)।

হে ইস্রায়েল গণ, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই প্রভু। ঈশ্বরকে, তোমার ঈশ্বরকে তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রেম কর। তোমার ভিতরে যা আছে তোমার বাহিরে যা আছে সমস্ত কিছু দিয়া ঈশ্বরকে প্রেম কর (ইহাই বার্তা)

যীশু নিয়ম, ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান পালন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সম্পর্কের উপর জোর দিলেন। একটি 'মূল আজ্ঞা' দেওয়া ও পালন করা থেকে যীশু আমাদের আহ্বান করলেন ঈশ্বরকে ভক্তিভরে প্রেম করার জন্য। প্রেমই হল সম্পর্কের মধ্যমণি।

যোহনের বিবৃতিতে দেখি, আমাদের বিস্ময়কর, অদ্বিতীয়, শ্রদ্ধার ঈশ্বর যিনি হলেন পবিত্রতম, তাঁর অপূর্ব প্রেম (১যোহন ৩:১), কি প্রগাঢ়ভাবে আমাদের কোন শর্ত ছাড়াই দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রেম কোন আবেগপূর্ণ প্রেম নয়, কিন্তু তা সজীব, রূপান্তরিত সক্ষম যা বদলে আমাদের প্রেমকে খোঁজে। যখন আমরা তাঁর সেই ''রূপান্তরিত সক্ষম'' প্রেম গ্রহণ করতে সম্মত হই কেবল তখনই তার পরিবর্তে আমরা তাঁকে প্রেম করতে পারি (১ যোহন ৪:৮-১০, ৪:১৬)।

যখন আমরা তার বিস্ময়কর, রূপান্তরিত সক্ষম প্রেমকে অনুমতি দিই আমাদের অন্তঃকরণ, আমাদের জীবন সম্পূর্ণ ভরিয়ে দেবার জন্য তখনই কেবল আমরা ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত প্রাণ, মন, অন্তঃকরণ এবং শক্তি দিয়ে প্রেম করতে পারি।

এই কাজটি হল ঈশ্বরের আত্মার কাজ; কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন আমাদের গ্রহণ করতে সম্মত হওয়ার ইচ্ছা এবং তার প্রভুত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। ''পবিত্রকরণ'' হচ্ছে এর অপর

নাম; ‘‘এবং আমাদের নিজস্বতা সম্বন্ধে আমি যা জানি তার সমস্তই উৎসর্গ করা সেই ঈশ্বরের কাছে।” ঈশ্বর তার প্রেমের কোন অংশই ধরে রাখেন না আমাদের না দেওয়ার জন্য এবং সেই জন্যই তিনি চান আমরাও যেন তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রেম করি কিন্তু সংরক্ষণ না করে। তিনি চান আমরা যা, আমাদের যা কিছু আছে, আমাদের আশা-আকাঙ্খা সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে প্রেম করি। তিনি আমাদের আংশিক জীবন অপেক্ষা বেশী চান। তিনি আমাদের আংশিক প্রেম চান না, তিনি চান আমাদের সম্পূর্ণ এবং পবিত্র প্রেম। যখন আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের জীবনের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হই তখন আমাদের আত্মকেন্দ্রিক প্রেম ঈশ্বরের খ্রীষ্টকেন্দ্রিক ভালবাসায় রূপান্তরিত হবে।

ঈশ্বরকে প্রেম কর, তোমার ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রেম কর। তোমার ভিতরে যা আছে, তার সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে প্রেম কর। তোমার যা কিছু আছে তাই দিয়ে তাকে প্রেম কর।

আমরা যখন তা করি, তখন অন্যান্য সমস্ত কিছু, তা আজ্ঞা হোক, বিধি-নিয়ম হোক, নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়। লুক লিখিত সুসমাচারে যীশু আরও একটা কথা যোগ করেছেন। ‘‘তোমার প্রতিবেশীকে তোমার তুল্য প্রেম কর”। এটাই হচ্ছে সেই সম্পর্ক, সেই ভালবাসার ব্যাপ্তিস্বরূপ। আমরা যখন ঈশ্বরের সেই বিস্ময়কর প্রেম লাভ করি, এবং তা সম্পূর্ণরূপে আবার তাঁকে দিই, তখন আমরা চাইব , আমরা যেমন প্রেম পেয়েছি তা অন্যকেও দিতে।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থের থেকে যীশু উক্তি করেছিলেন। ঈশ্বরের বিষয় জানার থেকে আর কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে জানবার?

২। নিয়ম-কানুন রক্ষা বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করা থেকে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন কেন বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

৩। আমাদের জীবনের কেবল অন্তঃকরণ ছাড়া আরও অধিক দিয়ে ঈশ্বরকে প্রেম করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩.২ নিজেকে অন্বেষণের মতন ঈশ্বরকে অন্বেষণ

প্র: আমার জীবনে আবর্জনা আছে যা সম্ভবত ঈশ্বরকে খুশী করতে পারে না। আমি কিভাবে আমার জীবনের সেই সব আবর্জনা দূর করতে পারি যাতে আমি একজন ভাল খ্রীষ্টান রূপে গণ্য হতে পারি?

এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কেননা এই প্রশ্ন দ্বারা এটা স্বীকৃত হচ্ছে যে খ্রীষ্টান জীবনে অনেক আবর্জনা বা এমন অনেক কিছু আছে যা কিন্তু ঈশ্বরকে দুঃখিত এবং হতাশাপূর্ণ করে তোলে।

এই প্রশ্নের শুরু, ''আমি কি করে''? যা কিনা প্রধান বিচার্য্য বিষয়। আমরা পারি না এটাই সত্য। মানুষের প্রবণতা হচ্ছে, ''সে নিজের জীবনকে নিজেই গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে''। কখনও কখনও হয়ত আমরা আংশিক সক্ষম হই জীবনের কিছু জিনিসকে পরিবর্তন করার, কিন্তু সেই পরিবর্তন কেবল উপরিভাগেই থাকে। আমাদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করা, যা কিনা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হবে বা তাকে খুশী করতে পারবে। তাই আমাদের উচিত আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে তুলে দেওয়া যাতে তিনি আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। আমাদের জীবনের সত্যিকারের সমস্যা বা আবর্জনা নিয়ে যখন আমরা পর্য্যালোচনা করি তখন আমাদের ঈশ্বরের সহায়তার প্রয়োজন হয় সেই গভীর বিচার্য্য বিষয় সকল জানর জন্য যে সমস্ত কারণ আমাদের জীবনে আবর্জনা বা পাপকে নিয়ে আসে।

যোহন এই ভাবে ব্যাখা করেন, ''কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে এবং তাহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে। আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই তবে আপনারা অপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।"

একজন খ্রীষ্টান হয়েও, আমাদের জীবনে পাপ আছে, এই সত্য যদি আমরা স্বীকার করি, সেটাই হল আমাদের প্রথম পদক্ষেপ এবং যখন আমরা সেই সত্য স্বীকার করি, সেই স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন করি আমাদের জীবন সম্বন্ধে কিছু করার জন্য। আমরা যেমন আছি - সেইভাবেই আমাদের ঈশ্বরের কাছে আসা উচিত। যখন আমরা আমাদের অকপট মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন ঈশ্বর যিনি দয়ালু, প্রেমময় এবং বিশ্বস্ত, আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। এবং তা আমাদের বিবেক দংশন, আমাদের দায়িত্বশীলতা আমাদের কাছ

থেকে দূর করে, এবং ঈশ্বরের আত্মা আমাদের অন্তরের গভীরে কাজ করেন এবং আমাদের রূপান্তরিত করে আমাদের পাপের নিগূঢ় কারণ সমস্ত পরিস্কার করেন। আমাদের মনের গভীরে দানা বেঁধে থাকা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপরতা, আত্মশ্লাঘা, নিজ স্বার্থের প্রতি অতি মনোযোগ অথবা আমাদের অধার্মিকতা পরিবর্তন ও পবিত্র করেন।

ইহা কেবল আমাদের ব্যবহারকেই পরিবর্তন করে তা নয় (যা আমাদের জীবনের বহিঃপ্রকাশ) কিন্তু ইহা আমাদের চিন্তাধারাকে, আমাদের মনোভাব, আমাদের প্রবণতাকেও পরিবর্তন করে যা আমাদের পরিচিতি দেয়, এবং জীবনকে পরিচালিত ও নির্ধারিত করে। আমরা তারপর আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে খ্রীষ্টকেন্দ্রিক হই; এবং খ্রীষ্টই আমাদের জীবনে সত্যকার প্রভু হন।

যোহন কিন্তু আবারও জোরের সাথে বলেন যে, যখন আমরা একবার ক্ষমাপ্রাপ্ত হই এবং পরিষ্কৃত হই তখন থেকে আমাদের কিন্তু অন্যরকমভাবে জীবন পরিচালিত করতে হবে। ‘‘কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন আমরাও যদি তেমন জ্যোতিতে চলি তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।’’

সুতরাং ঈশ্বরের সাহায্য কেবল আমাদের পাপের সমস্যা এবং তার কারণগুলির জন্যই নয়, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন খ্রীষ্টরূপ জীবন ধারণের জন্য। ঈশ্বরের আত্মা তখন আমাদের খ্রীষ্ট গৌরব পূর্ণ জীবন ধারণের জন্য সমর্থ করেন।

পৌলও আমাদের এই ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন, যখন তিনি বলেন ‘‘আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক। যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই তাহা করিবেন’’। (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪)

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। কি ধরনের সমস্যা যুব সম্প্রদায়কে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখে?

২। যীশু যদি ‘আমরা যেমন তেমনি’ আমাদের গ্রহণ করেন তাহলে কি সেইরূপ ভাবেই থাকব এবং তাঁকে আমাদের ক্ষমা করার জন্য বাংরবার অনুরোধ করব?

৩। এটা কি খুব ভুল যে আমরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার আগে আমাদের জীবনের ভুল ত্রুটি শুধরে নিতে সচেষ্ট হব?

৪। খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক জীবন ধারণ করা এবং খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রথমে ক্ষমা গ্রহণ এবং আমাদের জীবনের আবর্জনা পরিষ্কার করা কেন সম গুরুত্বপূর্ণ?

৩৩. বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ।

প্র: বাইবেল পড়ে আমি খুব বেশী কিছু পাইনা, আর গীর্জ্জা যাওয়া আমার কাছে একঘেয়েমী ব্যাপার, গীর্জ্জা যাওয়া এবং বাইবেল পড়া থেকে আর কি বেশী কিছু আছে খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারে?

গীর্জ্জা যাওয়া এবং বাইবেল পড়া ছাড়া খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে আরও কিছু আছে। খ্রীষ্টের সহিত নিজস্ব সম্পর্কই হচ্ছে খ্রীষ্টান হওয়ার মুখ্য বিষয়।

যখন আমাদের খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক সঠিক হয়, তখন বাইবেল পড়া বা আমাদের আরাধনা একটা নতুন মাত্রা নেয়, এক নুতন গভীরতা বা নুতন উদ্দীপনা দেয়। খ্রীষ্টের সহিত সম্পর্ক গড়ে তোলাই হচ্ছে প্রধান অগ্রগণ্যতা। পৌল খ্রীষ্টের সহিত তাঁর সম্পর্ককে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। ‘‘আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গন্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি এবং তাহা মলবৎ গন্য করিয়াছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি (ফিলিপীয় ৩:৮)। পৌল অনেকবার বলছেন যে খ্রীষ্টের সহিত সম্পর্কের অভিজ্ঞতাই খ্রীষ্টীয় জীবনের মূল কথা। তাঁর কথার অর্থ হল যে খ্রীষ্টিয় জীবনে খ্রীষ্টকেই জীবনে প্রাধান্য দিতে হবে এবং খ্রীষ্টানরা সম্পূর্ণ খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক জীবন যাপন করবে, এবং তাদের আচরণে, তাদের চিন্তায় ও কর্মে ক্রমগত খ্রীষ্ট রূপই প্রকাশ পাবে।

সুসমাচারের মূল কথাই হল, ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত আমাদের নিজস্ব সম্পর্ক। আমরা বলতে পারি মন্ডলীর উপাসনা, আনুষ্ঠানিক আরাধনা বা প্রতিদিনের নিষ্ঠার শৃঙ্খলাই প্রথম কথা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রাণবন্ত সম্পর্ক ক্রমাগত বাড়িয়ে এক জীবন ধারণ করাই হল আসল কথা।

যখন আমরা আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা ঠিক জায়গায় নিয়ে আসি, যা হচ্ছে প্রধান অগ্রগণ্যতা, তখন বাইবেল পঠন এবং মন্ডলীর উপাসনার অঙ্গ হওয়া এক নুতন অর্থ, নুতন ইচ্ছা এবং নুতন উদ্দীপনা এনে দেয়। বাইবেল পাঠ তখন আর একঘেয়েমি শৃঙ্খলা বলে মনে হয় না, কিন্তু ‘‘খ্রীষ্টকে জানার’’ ইচ্ছার অঙ্গ হয় পৌল বলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত তাঁকে চেনা।

খ্রীষ্টের সহিত সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আমাদের তাঁকে জানা দরকার। যাঁকে আমরা

কেবল উপর ভাবে জানি তাঁর সাথে এক গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। পৌল তার জীবন খ্রীষ্টকে আরও আরও বেশী জানার জন্য প্রাধান্য দিয়েছিলেন - আমাদেরও তাই করা প্রয়োজন।

কিন্তু বাইবেল কেবল একমাত্র স্থান নয় যেখানে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচিত হই বা তাঁকে জানতে পারি। আমরা তাঁকে আরও জানতে পারি যখন আমরা তাঁর জন্য জীবন ধারণ করি, যখন তাঁকে অনুসরণ করি এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করি। আমরা খ্রীষ্টকে আরও জানতে পারি যখন আমরা অন্যদের সঙ্গে একসাথে উপাসনা করি, যারা তাঁর সঙ্গে সেই একই সম্পর্ক রাখে এবং একই সহযাত্রী, কারণ তারা সেই পরিবারের অঙ্গ। খ্রীষ্ট আমাদের আহবান করেন তাঁর পরিবারভূক্ত হয়ে একই সাথে সমষ্টিগতভাবে তাঁর উপাসনার জন্য। মন্ডলীর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে সমষ্টিগতভাবে একসঙ্গে খ্রীষ্টের উপাসনা, আরাধনা এবং সেই আরোধনার মধ্যে দিয়ে আত্মার বাক্য শোনা।

তার মানে এই নয় যে উপাসনা প্রাসঙ্গিক বা সুসংগত, অর্থপ্রকাশক, অনুপ্রেরণামূলক হবে না, সর্ব বয়সের সর্ব দলের লোকদের জন্য এটা কিন্তু বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেবল দর্শক না হয়ে আমাদের উচিত তাতে অংশগ্রহণ করা। উপাসনার মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের আত্মাকে আমাদের পরিচর্য্যা করার অবকাশ দেব।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১. আপনার কি মনে হয়, ‘‘খ্রীষ্টকে জানা’’ মানে কি? আর কিভাবে আমরা তা সারাজীবন অনুসরণ করে যাব?

২. আপনি কি করতে পারেন যার দ্বারা আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের কাছে উপাসনা এক প্রাসঙ্গিক বা সুসংগত এবং অনুপ্রেরণামূলক হবে

৩. বাইবেল পঠনে আপনার সবচেয়ে বড় অসুবিধাগুলি কি? এবং কিভাবে তার পরিবর্তন করা যেতে পারে?

৩.৪ কঠিন সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের অন্বেষণ

প্র: কিছুদিন আগেই আমার বন্ধু মারা গেল এবং মনে হল ঈশ্বর অনেক অনেক দূরবর্তী। আমার কি করণীয় যাতে আমি আবার ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি?

জীবনের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদের আবেগের গভীরে আঘাত করে আমাদের অনুভবকে অসাড় করে দিতে পারে অথবা তাকে ক্রোধান্বিত আন্দোলনে পরিণত করতে পারে, এবং আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের এই অনুভব আমাদের ঠকিকে এইভাবে বিশ্বাস করায় যে, ঈশ্বর অনুপস্থিত। উদাসীন, অপারগ অথবা আমাদের সাহায্য করতে অনিচ্ছুক। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এইরূপ অনুভব হওয়া একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার - এবং অনেক সময়ে এটা আমাদের দুঃখের প্রক্রিয়াস্বরূপ।

সত্যি কথা বলতে কি - প্রত্যেকের জীবনেই এইরকম একটা সময় আসে যা আমাদের আত্মিক শুষ্কতা অথবা প্রভু যীশুর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা। এর কারণ হয়ত যখন আমরা আমাদের জীবনে ক্রমাগত পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, যা আমাদের ও প্রভুর মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে তোলে; অথবা অনেক সময় আমাদের মানসিক ক্লান্তি তার কারণ হতে পারে। যখন আমাদের আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়ে তখন তা আমাদের বোঝায় যে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দুরে সরে গেছি-যদিও বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। প্রিয়জন বিয়োগের কাতরতাও অনেক সময় এর কারণ হতে পারে।

কেবল আবেগই কখনও আমাদের আত্মিকতার মাপকাঠি হতে পারে না। বিরাট আবেগের উচ্চতর অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর হতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনই আবেগের সংকেত বা প্রতিক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

আপনি কি করেন যখন মনে হয় ঈশ্বর বহু বহু দূরে? যখন বাইবেল পড়তে চেষ্টা করেন কিন্তু মনে হয় বাইবেল একটা মূল্যহীন ছাপানো বই মাত্র। যখন আপনি প্রার্থনা করতে উদ্যত হন অথচ মনোনিবেশ করতে পারেন না এবং মনে হয় আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। আপনি কি করেন? আপনি কিভাবে আবার ঈশ্বরের সঙ্গে সেই সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন?

আসুন, আমরা একটা বিশেষ বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিই - ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা কিন্তু জ্ঞানের উপর, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সকল বা বেশী করে সচেষ্ট হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু তা আমাদের বাধ্যতার উপর নির্ভরশীল। যোহন ১৪:২১ পদে যীশু বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে, আর যে আমাকে

প্রেম করে, আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব।"

বাধ্যতাই হচ্ছে মুখ্য বিষয় যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সুসম্পর্ককে পুনরায় গড়ে তোলে। লক্ষ্য করুন উপরের বাক্যতে, "যে আমাকে প্রেম করে সে আমার আজ্ঞা সকল পালন করে।" এবং তারপর আমরা তাঁর অঙ্গীকার লাভ করি - যীশু এবং পিতা ঈশ্বর, আমাদের কাছে প্রকাশিত হবেন এবং আমাদের বাধ্যতার উত্তরে আমাদের কাছে বাস্তব যর্থাথ রূপ নেবেন।

যখন আপনি সত্যই খুব ভগ্নোদ্যম এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে বলে মনে করেন, আপনার বাইবেল খুলুন এবং প্রভুকে বলুন "আমি এই সময় নিজেকে খুব সুস্থির মনে করছি না, কিন্তু আমি যা কিছু এখন পড়ব, তা গুরুত্বসহকারে নেব এবং বাধ্যতার এক পথ খুঁজব এবং তা কার্য্যে সম্পাদন করব। সেই অংশে আপনি যা কিছু পড়লেন তার কিছু পালন করতে কি আপনি মনস্থ করেছেন? এটি আপনাকে আপনার আত্মিক জীবন পুনর্বিন্যাস করতে আপনার লক্ষ্যকে সঠিক পথনির্দেশ করতে সাহায্য করবে। কোন সহজ-সরল বা তৎক্ষ্যণিক বিধি ব্যবস্থা বা উপায় নেই, কিন্তু যখন আমরা বাধ্যতার পথে চলি, তখন সেই সুনিবিড় সম্পর্ক বা তার সাথে জড়িত আবেগ খুব বেশী দূরে থাকে না। আপনার বাইবেল খুলে দুটি বা একটি অধ্যায় পড়ুন এবং তারপর সেই অধ্যায়ের উপর আপনার সুনির্দিষ্ট উত্তর দিন। ঈশ্বরকে প্রেম করুন এবং তার সাথে অন্যদের প্রেম করুন। এবং আমার মনে হয় তখন ঈশ্বর আপনার কাছে এক নুতনভাবে প্রকাশিত হবেন।

যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে

১. হ্রদে যে ঝড় উঠেছিল, সেই ঘটনা (মার্ক ৪:৩৫-৪১) আমাদের জীবনের কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের যীশুর প্রেম এবং আমাদের সম্বন্ধে তাঁর উদ্বেগের ব্যাপারে কি শিক্ষা দেয়?

২. ঈশ্বরের উপস্থিতির অভিজ্ঞতা সম্যকরূপে বোঝা কেন বিপজ্জনক হয় যখন আমরা কেবল আমাদের আবেগ ও অনুভূতির উপর নির্ভর করি।

৩. পৌল বলেন 'বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বরের দান। এটি ঈশ্বরের উদার প্রেম ও অনুগ্রহ থেকেই আসে। যখন আমাদের বিশ্বাস সীমাবদ্ধ, হীন এবং ক্ষণী হয়, তখন আমরা এই বিষয়ে কি করতে পারি?

৪. যে কোন সর্ম্পকেই একটি নিস্তব্ধতার সময় থাকে। ঈশ্বর যখন নিশ্চুপ থাকেন তখন আমরা কি করব?

চতুর্থ অধ্যায়

পবিত্রতা : আত্মিক শৃঙ্খলা

৪.১ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তা স্মরণ রাখা

৪.২ প্রার্থনা: ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা এবং তাঁর কথা শোনা

৪.৩ দলগত দোষ স্বীকার ও সম্পর্কযুক্ত থাকা

৪.৪ স্থিরতা: নিস্তব্ধতা এবং উপবাস

টড্ ওয়েগনার

৪:১ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তা স্মরণ রাখা

প্র: আমি আমার বাইবেল পড়ে খুব বেশী কিছু পাই না। এটা কি বাইবেলের কোন সমস্যা, না আমার দোষ অথবা আমি কিভাবে বাইবেল পাঠ করছি তার উপর নির্ভর করছে?

আমি অনুমান করছি সমস্যাটা হচ্ছে আপনি কিভাবে বাইবেল পাঠ করছেন তার উপর। আমরা বিশ্বাস করি, বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য, এবং সমস্ত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ও উপকারী (২ তিমথী ৩:১৬)। সুতরাং সমস্যাটি বাইবেল নিয়ে নয়। এটা জানার পর আপনি অন্য একটা অনুবাদ যা আপনার কাছে সহজবোধ্য তা দেখতে পারেন। বাইবেল এটাও বলে যে, অবিশ্বাসীদের কাছে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস একটি বোকামির ব্যাপার মনে হয় (১ম করিন্থীয় ১:১৮)। কিন্তু আপনি যে প্রশ্নগুলি রেখেছেন তা পর্য্যালোচনা করে আমার মনে হয় না যে, আপনার নিজের কোন সমস্যা আছে। ঈশ্বর বলেন 'অন্বেষণ কর পাইবে'। দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯, উপদেশক ৮:১৭, মথি ৭:৭)। আপনি নিশ্চিতরূপে অন্বেষণ করেছেন। সুতরাং আপনার বাইবেল পঠনের নৈপুণ্যতাকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করে আপনাকে সাহায্য করি।

বাইবেল পাঠের সময় প্রথম কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আপনি যত বেশী পড়বেন, ততই তা আপনার কাছে উত্তম হবে। বাইবেল পড়ার সময় কোন একটা অধ্যায়, পদ বা বাক্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ভুল কিছু নয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত কতগুলি অধ্যায় আপনি একভাবে বসে পড়তে পারেন।

আর একটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন আপনি বাইবেল পড়ার চেষ্টা করছেন তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা পড়তে হবে। এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে কত অধিক সময় খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা ব্যয় করেন বাইবেল সম্বন্ধীয় বই পড়ে, যে বই বলে কি করে আরও ভালভাবে বাইবেল পড়া যায়, কিভাবে আরও উত্তম খ্রীষ্টবিশ্বাসী হতে পারা যায়; অথবা খ্রীষ্টিয় রূপকথা বই পড়েন। বাইবেল সম্বন্ধীয় বই পড়া বন্ধ করে আপনি কেবল বাইবেল পড়ুন। যদি কঠিন মনে হয় বা মনে হয় ফলদায়ক হচ্ছে না তথাপি পড়া বন্ধ করবেন না। আমাদের অনেকের কাছেই, বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় বই পড়া অসুবিধাজনক বা কঠিন মনে হয়। তথাপি পড়া ত্যাগ করবেন না। আপনি যত বেশী পড়বেন, তত বেশী আপনার মানসিক অবস্থা বৃদ্ধি পাবে সেই পড়ার সুফল লাভ করার জন্য।

আপনার পড়ার অভ্যাসকে উন্নত করার আর একটি উপায় আছে। বেশীরভাগ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাই

যখন কোন বিপদে পড়ে বা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যায় তখনই তারা বাইবেল পড়েন এবং বাইবেলের মধ্যে তারা উত্তর খোঁজেন। বাইবেল পড়া আরও ফলদায়ক হতে পারে যখন আপনার জীবনের উৎকৃষ্ট সময়ে আপনি বাইবেল পড়েন, এবং সমস্যাসঙ্কুল সময়ে বাইবেলের সেই অধ্যায়ে যান এবং সেই চরিত্রের কথা স্মরণ করেন যে সেই সমস্যার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার সামনে যদি প্রলোভন থাকে তবে আপনি যোষেফের গল্প (আদিপুস্তক ৩৯) অথবা দায়ুদের গল্প (২য় শমুয়েল ১১) স্মরণ করুন। নেতৃত্বের ব্যাপারে যদি সমস্যা থাকে তাহলে মোশির গল্প (যাত্রাপুস্তক ১৮) বা পৌলের গল্প (প্রেরিত ১৫) পড়ুন।

সর্বশেষে বলি, পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে অহেতুক ভীত হবেন না।

আমাদের অনেকেই পুরাতন নিয়মকে ভীতির চোখে দেখেন। তাতে লিখিত নাম, স্থান বা প্রথাসমুহ মনে হয় অনেক পুরাকালের এবং আমরা মনে করতে পারি যে আমরা তা বুঝব না। যাইহোক, পুরাতন নিয়মের অধিকতর বিষয় হল গল্প এবং গল্প হল সার্বজনীন। যদিও আমরা সেইসব চরিত্রের প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক বিভেদ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে নাও পারি তথাপি আমরা এইসব চরিত্রের আবেগের সাথে একাত্ম হতে পারি। পুরাতন নিয়মের চরিত্রগুলিতে আমরা সবকিছুই দেখি, তারা ভীত সন্ত্রস্ত, চিন্তিত, লজ্জিত, পরাক্রমের অধিকারী, উল্লাসিত এবং বিহবলিত। তারা খুশীতে উচ্চরবে হাসে, দুঃখতে কাঁদে এবং বন্ধুদের সান্ত্বনা দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারগুলিতে আমরা একাত্ম হতে পারি আর এই সব গল্প আমাদের জীবনকে আরও ফলবান করে এবং বাইবেল অধ্যয়নকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১. আমি কিভাবে বাইবেল পড়ব এবং পড়ার কোন কোন ব্যাপারে আমি সংশোধন করে উন্নততর করতে পারি?

২. জীবনের যে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমি এখন যাচ্ছি, তাতে বাইবেলের কোন্ চরিত্রের সঙ্গে সেই সময়ের তুলনা করতে পারি?

৩. ঈশ্বর কিভাবে, আমার বিগত জীবনে বাইবেলের মধ্যে দিয়ে আমার সাথে কথা বলেছেন?

৪. আমি কিভাবে দিনের আরও সময় আলাদা করে রাখতে পারি বাইবেল পড়ার জন্য?

৪:২ প্রার্থনা: ঈশ্বরের সাথে কথা বলা এবং তাঁর কথা শোনা

প্র: খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা প্রার্থনা সম্পর্কে অনেক কথা বলে, কিন্তু আমি যখন প্রার্থনা করি আমি কিছু শুনতে পাই না। সত্যি বলতে কি, আমার

মনে হয় পাগলের মতন আমি আমার সাথেই কথা বলছি। এই ব্যাপারে আমি কি কোন সাহায্য পেতে পারি?

প্রথমত, আপনাকে বুঝতে হবে আপনি একলা নন। দ্বিতীয়ত, তার মানে এই নয় যে সমস্ত কিছু ঠিক ঠাক চলছে। খ্রীষ্টবিশ্বাসী হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরের সাথে এক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। এবং প্রার্থনা, ঈশ্বরের সাথে কথা বলা এবং তার কথা শোনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রার্থনা হচ্ছে কথোপকথন বা আদান প্রদান এবং কোন সম্পর্ক সুষ্ঠু ও সংরক্ষিত রাখতে আদান প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমনি এক বিষয় যা আমরা আগে করতে পারিনা। নীচে কিছু সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে যা আমাদের জয় করতে হবে।

বাইবেলে সবচেয়ে প্রচলতি প্রার্থনা যা ঈশ্বর উত্তর করেছেন তা হলো সাহায্যের জন্য প্রার্থনা। যাত্রাপুস্তক ঈশ্বরের এই বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে, ‘‘আমি আপন প্রজাদের ক্রন্দন শুনিয়াছি’’ (যাত্রাপুস্তক ৩)। গীতসংহিতার বেশীরভাগ অংশই হল শত্রুদের হস্ত থেকে নিস্তারের জন্য দায়ুদের সাহায্যের ক্রন্দন (গীতসংহিতা ১৭, ২৮, ৫৫, ১০২, ১৪৩ এবং আরও অনেক অধ্যায়)। যীশু এক পাপীর গল্প বলেন যে ক্রন্দন করে বলেছিল, ‘‘ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া কর’’ এবং সেই অনুগ্রহ সে লাভ করেছিল (লূক ১৮)। বেশীরভাগ সময়ই আমরা ঔদ্ধত্যসহকারে ঈশ্বরকে আদেশ করি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য এবং আমাদের কাঙ্খিত বস্তু দেবার জন্য। প্রার্থনা হচ্ছে নম্রতা সহকারে খোলা মনে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়া, যিনি দেবার জন্য উদার। যদি আপনি আপনার প্রার্থনার উত্তর চান তাহলে ঈশ্বরকে কি করতে হবে তা বলা বন্ধ করুন। কেবল সাহায্যের জন্য ক্রন্দন করুন।

প্রার্থনার দ্বিতীয় অংশ হল, ঈশ্বরের উত্তর শোনার অপেক্ষা যা আমরা প্রায়শ অবহেলা করি। যদিও ঈশ্বর অনেক সময় তাঁর পরাক্রমের শক্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন যেমন আমরা ইয়োব ৩৮ অধ্যায় দেখি, তবুও অনেক সময় ঈশ্বর অনুকম্পা ও কোমলতার সহিত আমাদের সাথে কথা বলেন। যেমন এলিয়ের সাথে বলেছিলেন। ঈশ্বর অনেক সময় এক শব্দহীন বাতাসের মত আমাদের কানে অন্তরের জন্য সত্য কথা বলেন (১ রাজাবলি ১৯)। আমাদের নিস্তব্ধতা ও নিস্তব্ধ জায়গা

সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দ্য হওয়া প্রয়োজন, যদি আমরা কখনও ঈশ্বরের বাক্য শোনার আশা করি। সেই জন্য আমরা যারা শহরে, বাস করি তাদের জন্য প্রত্যুষে ঈশ্বরের উপাসনা করা বিচক্ষণ হবে। আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ততা শুরু হওয়ার আগে, গাড়ীর আওয়াজ শোনার আগে, ফিরিওয়ালাদের চীৎকার শুরু হওয়ার আগে আমাদের উচিত ঈশ্বরের কাছে আসা যদি আমরা ঈশ্বরের উত্তর শোনার আশা করি।

প্রার্থনা সম্বন্ধে আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল যে আমরা যেন অবিরত প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকি। যীশু আমাদের এক বিধবার গল্প বলেন যে, বিচারকের সামনে প্রতিদিন এসে বিচার প্রার্থনা করত (লূক ১৮)। অবশেষে সেই বিচারক বুঝলেন সেই বিধবার কাছে বিচার কি গুরুত্বপূর্ণ, যাকে তিনি প্রতিদিন ফিরিয়ে দিয়েছেন, এবং অবশেষে তিনি তার আকাঙ্খিত বস্তু দিলেন। আমাদেরও সেইরূপভাবে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করতে হবে। যীশু আরও বলেন, এটা আমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে, আমাদের সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি? আমরা ভাবি আমাদের কিছু দরকার আছে, কিছু তার জন্য আমরা যদি ক্রমাগত প্রার্থনা না করি, বা সেটা পাবার প্রবল আকাঙ্খা না করি, ঈশ্বরের সামনে এসে তাঁর কাছে দিনের পর দিন কেবল ভিক্ষা না করি তাহলে সত্যিই আমাদের সেটার প্রয়োজন আছে কি? যে বাবা-মায়ের সন্তান অসুস্থ এবং মৃতপ্রায়, তারা কি দিনে একবার মাত্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তাদের সন্তানকে সুস্থ করার জন্য? না তারা দিন রাত্রি বার বার দিনের প্রতি মুহূর্তে প্রার্থনা করে যাতে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন?

অন্য আর একভাবে আমরা ঈশ্বরের রব শুনতে পারি, যা হচ্ছে ঈশ্বর আমাদের কি দিতে চান তার জন্য প্রার্থনা করা--আমরা কি চাই তার জন্য নয়। আপনি যদি ঈশ্বরের 'হ্যাঁ' উত্তর শুনতে চান তবে সর্বাধুনিক যে সমস্ত উপকরণ তার জন্য প্রার্থনা করবেন না। তার বদলে, আপনাকে পরিচালনা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের সামনে নিজেকে লভ্য দাস হিসাবে তাঁর নির্দেশনা প্রার্থনা করুন, তাতে দেখবেন ঈশ্বর আপনাকে খুব শীঘ্রই উত্তর দেবেন, আধুনিক উপকরণ যা আপনার চাই-ই চাই তার জন্য প্রার্থনার উত্তর শোনার আগে।

অবশেষে বলা যায়, যেহেতু আপনি এক আত্মিক শুষ্কতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তখন প্রার্থনা আপনার কাছে অস্বচ্ছন্দ হওয়া সম্ভব হতে পারে। অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের কাছে এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে তাদের জীবনে কোন না কোন সময় মনে হতে পারে ঈশ্বর তাদের সন্নিকটে নেই যেমন অন্য সময় থাকেন। প্রার্থনার উত্তর আগের মতন পাওয়া যাচ্ছে না। বাইবেলও আগের মতন কথা বলছে না। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আপনি নিরাশ হয়ে

ঈশ্বরের সান্নিধ্য ত্যাগ করবেন যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তিনি আবার আপনার সন্নিকট না হন। না, ঈশ্বর এই সময়টা এইভাবে ব্যবহার করেন যাতে আমরা অনুধাবন করতে পারি ঈশ্বর আমাদের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থনায় রত থাকুন বাইবেল পাঠে রত থাকুন এবং অন্যান্য আত্মিক শৃঙ্খলায় নিজেকে আবদ্ধ রাখুন। ঈশ্বর আপনার বিশ্বস্ততার জন্য আপনাকে শীঘ্র তাঁর উপস্থিতি চারা পুরস্কৃত করবেন।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১. আমি দিনের কতটা সময় ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য অতিবাহিত করি?

২. আমি দিনের কতটা সময় ঈশ্বরের রব শ্রবণ করার জন্য অতিবাহিত করি?

৩. যখন আমি প্রার্থনা করি তখন কি আমি অধিক সময় ঈশ্বরকে বলি আমি কি চাই, না ঈশ্বরকে বলি তিনি কি চান তা আমার কাছে প্রকট করতে?

৪. আমি কিভাবে দিনের অধিক সময় ঈশ্বরের রব আরও ভালভাবে শোনার জন্য নিস্তব্ধতার মধ্যে থাকতেক পারি?

৪:৩ দলগত: দোষ স্বীকার ও সম্পর্কযুক্ত থাকা

প্র: আমি খ্রীষ্টত্ববাদ সম্পর্কে কেবল "আমি এবং যীশু'' শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, মন্ডলী হিসাবে বা যুবগোষ্ঠী হিসাবে আমরা আমাদের বিশ্বাসে বেড়ে উঠাঁর জন্য কি করতে পারি?

একক বিশ্বাসী থেকে দলগত বিশ্বাসী হওয়ার আপনার যে ইচ্ছা তা এক আর্দশ লক্ষ্য। বাইবেল হচ্ছে এক ''আমাদের গল্প''। পুরাতন নিয়মে দেখি ঈশ্বরের বিশেষ মনোযোগ ছিল এক ইস্রায়েল জাতি সৃষ্টি করা, শুধু একজন ইহুদীর সহিত সম্পর্ক সৃষ্ট নয়। নুতন নিয়মে আমরা দেখি যীশু বারো জন শিষ্য মনোনীত করে তাঁর পরিচর্য্যা কাজ শুরু করেন (মার্ক ১১) সুতরাং এটি উত্তম যে আপনি অনুভব করেছেন যে ঈশ্বর আপনাকে দলগত বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই যে এটা খুব একটা সহজ কাজ নয় (যত সংখ্যক বেশী লোক তত সংখ্যক বেশী তাদের মতামত। আপনি এই অনৈক্যের কিভাবে মীমাংসা করবেন তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিছু সাহায্যকারী পরামর্শ আছে।

প্রথমত, সেই গোষ্ঠী তাদের ভালবাসার জন্য বিদিত হবে। যীশু বলেন, ''তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩:৩৫)। যদি সেই গোষ্ঠী একসঙ্গে চলতে না পারে, যদি, যার সাথে ঐক্যমত হয়নি তার সাথে চলতে না পারেন, তাহলে আপনি আশা করতে পারেন না সেই গোষ্ঠী দ্বারা ঈশ্বর গৌরাবান্বিত হবেন। এবং মন্ডলীগত ভাবে বা যুব সম্পদায় হিসাবে আপনার দলের লক্ষ্য যদি ঈশ্বরকে গৌরাবান্বিত করা না হয় তাহলে আপনার প্রয়োজন আপনাদের লক্ষ্য নিয়ে পুনরায় চিন্তা করা। অন্যকে প্রেম করাই, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমকে প্রমাণ করার এক প্রকৃষ্ট উপায়।

আপনার পথ-প্রদর্শক হিসাবে নুতন নিয়মের পত্রগুলি পড়ুন। পিতর, যোহন এবং অন্যরা প্রথম দিকের মন্ডলীগুলিকে এই পত্র দিয়েছিলেন যারা কিনা সেই সংকটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল এবং যে সংকট আপনার গোষ্ঠীতে দেখা দিতে পারে। দ্বন্দ্ব, নেতৃত্ব, সদস্যপদ, দলগত লক্ষ্য এই সব বিষয় এবং আরও অনেক অনেক বিষয়ে নুতন নিয়মের পত্রগুলি লিখিত হয়েছে। ''একে অপরকে" কথাটার উপর দৃষ্টি রাখুন। এই তালিকা ভুক্ত হল ''তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে মঙ্গলবাদ কর" (১ম করিন্থীয় ১৬:২০)। ''তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দাও" (১ম থিষলনীকীয় ৫:১১), ''পরস্পরকে চেতনা প্রদানেও সমর্থ" (রোমীয় ১৫:১৪), ''সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘসহিষ্ণুতাসহকারে চল" (ইফিষীয় ৪:২) ''অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর" (১ম

পিতর ১:২২)।

আপনার গোষ্ঠীকে যদি সাফল্য দিতে চান, আপনাকে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে হবে যেখানে অনুগ্রহ ও শান্তিই সবথেকে বড় কথা। পৌল এই দুটি শব্দ দিয়ে তাঁর তেরোখানি পত্র শুরু করেন। অনুগ্রহ ও শান্তি সেরকম গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে যেখানে ভিন্ন মতের লোকেরা একসঙ্গে থাকবে। অনুগ্রহ ও শান্তি সেই রকম গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে যেখানে নুতন সদস্যরা বিচারিত না হয়ে সাদরে গৃহীত হবে। অনুগ্রহ ও শান্তি সেই রকম গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে ঈশ্বর প্রমাণ বিরাট স্বপ্ন শেকড় মেলতে পারবে। অনুগ্রহ ও শান্তি সে রকম গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে যেখানে দোষ পাপের চিন্তার উপর ক্ষমা বিরাজ করবে। অনুগ্রহ ও শান্তি সে রকম গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে যেখানে সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে ফিরে আসবে এবং নুতন ব্যক্তিরা যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

সবর্বশেষে মনে হয় সর্ব্ব কঠিন ব্যাপারটা হল, আপনার গোষ্ঠীকে নিজেদের বিশ্বাস স্বীকার করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করতে হবে, এবং নিজেদের দোষ-ক্রটি স্বীকার করারও একটা সময় নির্ধারিত করতে হবে। ধর্ম্মবিশ্বাসকে স্বীকার করা অথবা সাক্ষ্যপ্রদান করা দুটি জিনিস। প্রথমত, এটি অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের কার্য্য প্রসারিত হচ্ছে এবং ঈশ্বর তাঁর সুসমাচারের মধ্যে দিয়ে নুতন বাক্য শোনাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, ধর্ম বিশ্বাসকে স্বীকার করা সেই সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে যা নিয়ে কোন তর্ক করা চলে না। পরিচালক তার ধর্মউপদেশে কি বলেন তাতে হয়ত কেউ সহমত নাও হতে পারেন, কিন্তু আপনি নিজের জীবনে কি অভিজ্ঞতা লাভ করছেন সেটা কেউ অস্বীকার করে বলতে পারে না যে, না সেটা হয়নি। ক্রটি স্বীকার করা বা ক্ষমা চাওয়া আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। যখনই কোন গোষ্ঠী মিলিত হয়, সেখানে কেউ অসন্তুষ্ট বা ব্যথিত হতে পারে। আর যখন সেটা হয়, ‘‘আমি দুঃখিত’’ কাউকে বলা প্রয়োজন, যাতে সেই অসন্তোষ আরও তিক্ত বা ক্রোধে পরিণত না হয়। একটি স্থানে বা সময়ে গোষ্ঠীর কোন সদস্য বলতে পারে ‘‘আমি ব্যথিত হয়েছি’’ এবং ব্যথিত কারী যেন বলতে পারে ‘‘আমি দুঃখিত’’ এবং সেটাই হবে অনুগ্রহ ও শান্তির চিহ্নস্বরূপ এবং সেখানে ক্রোধ প্রেমে পরিণত হবে। এবং এই প্রেমই কেবল ঈশ্বরকে গৌরাবান্বিত করতে পারে।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১) আমি কি কি নুতন উপায়ে আমার মন্ডলীর বা যুব সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি অনুগ্রহ, শান্তি, প্রেম ও সাহায্য দেখাতে পারি?

২) আমার মন্ডলীর বা যুব সম্প্রদায়ের কাকে কাকে আমি ক্ষমা করতে পারি?

৩) আমার মন্ডলীর বা যুব সম্প্রদায়ের কাকে কাকে "আমি দুঃখিত" এই কথাটা বলতে পারি?

৪) আমার মন্ডলীর বা যুব সম্প্রদায়ের কাছে ঈশ্বরের কি ঈশ্বর, প্রমাণ স্বপ্ন আছে যা আমি একা করতে পারিনা বা পারব না এবং যার জন্য সবাইকে দরকার?

৪.৪ স্থিরতা: নিস্তব্ধতা এবং উপবাস

প্র: আমার খুব ব্যস্ত জীবন। কিন্তু খ্রীষ্টের পথ অনুসরণ এবং দৃঢ় করার জন্য আমি কি কি বিষয় স্থগিত রাখতে পারি?

খুব সহজ উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। সৃষ্টির পূর্ব থেকে (আদিপুস্তক ২) ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন বিশ্রামের সময় নিতে, নিস্তব্ধতার সময় দিতে। পবিত্রবারকে মান্য করতে। সুতরাং সেই ব্যস্ততাকে স্থগিত করার আপনার যে ইচ্ছা সেটা উত্তম এবং পবিত্র আবেগ। যদিও আপনি সপ্তাহে একটি পবিত্র দিন মান্য করেন তথাপি সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলির মধ্যে আপনি কিছু সময় খুঁজে নিতে ইচ্ছুক যখন আপনি নিস্তব্ধ বিশ্রাম চান। ইতিহাসের প্রথম থেকেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের ব্যস্ততাকে স্থগিত করে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য আত্মিক শৃঙ্খলাকে দুটি উপায়ে ব্যবহার করে তা হল নিস্তব্ধতা এবং উপবাস। যখন এই দুটি বিষয় আপনার নিজস্ব আত্মিক শৃঙ্খলিত জীবনে শুরু করেন তার যে পরিজ্ঞান তার কিছু চিত্র তুলে ধরা হল।

আপনার উদ্দেশ্য জানুন। আপনার পিতামাতার উপর ক্রোধান্বিত হয়ে আপনি যদি তাঁদের সাথে কথা বলা বন্ধ করেন সেটা কিন্তু আত্মিক শৃঙ্খলা বোধের নিস্তব্ধতা নয়। শরীরের মেদ সমানোর জন্য এক দু'বার না-খাওয়া কিন্তু আত্মিক উপবাস নয়। আত্মিক শৃঙ্খলা-বোধের সমস্ত উদ্দেশ্য হল (যাকোব ৪:৮ পদ, ''ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হইবেন) আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা। এটি যদি আপনি আন্তরিক ভাবে নেন, তাহলে দেখবেন জীবনে অনেক কিছু ঘটছে।

প্রথম যা ঘটবে তা হল আপনি ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে জানবেন। গীতসংহিতা ৪৬:১০ পদে বলে ''তোমরা ক্ষান্ত হও, জানিও, আমিই ঈশ্বর''। যখন আমরা নিস্তব্ধ জায়গায় নিজেদের নিস্তব্ধ করি, তখন ঈশ্বরের মৃদু স্বর এবং পবিত্র আত্মার সুক্ষ্ম ধাক্কা আমাদের পক্ষে বোঝা অনেক সহজ হয়।

নিজেকে নিস্তব্ধ বা ক্ষান্ত করা নিস্তব্ধতা খোঁজার অংশবিশেষ। এবং যখন আমরা নিজেদের শান্ত বা ক্ষান্ত করি তখন আরও অনেক কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এটা হওয়ার কারণ সময়ের সাথে সাথে অর্থ বা মানে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আপনি যখন চিত্র সংগ্রহশালাতে গিয়ে কোন চিত্রকে কয়েক মুহুর্ত দেখেন, হয়ত তার রং, আকৃতি অথবা চরিত্র আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। কিন্তু সেই ছবিটি যদি আপনি কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টাধরে দেখেন

তবে সেই ছবিটির অর্ন্তনিহিত সত্যও আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। সেই সত্য, যেমন দেখবেন বিভিন্ন রং কি ভাবে একে অপরের উপর ক্রিয়া করছে, শিল্পী কেবল একটা রং ব্যবহার করেছেন তা নয়, কিন্তু বিভিন্ন রং ব্যবহার করেছেন। এবং সেই চিত্রটির একটি গঠনরীতি আছে। দেখবেন শিল্পী কি বিস্তারিতভাবে চিত্রের পটভূমি আঙ্কিত করেছেন, যা আপনি আগে উপেক্ষা করছেন। কিভাবে বিভিন্ন চরিত্র একে অপরের সাথের ক্রিয়া করছে। সেই একইভাবে যখন আমরা স্থির নিস্তব্ধ হই তখন আমাদের আশেপাশের অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

খ্রীষ্টিয় পরিপক্কতার একটি অংশ হল আমরা, কোথায় আছি সেই সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, (কলসীয় ৪:২) এবং নিজেকে প্রশ্ন করা ‘‘ঈশ্বর আমাকে এখানে কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন।’’

তৃতীয় যে শিক্ষা আমরা নিস্তব্ধতা এবং উপবাসের মধ্যে দিয়ে পেতে পারি তা হল আমরা জানতে পারি আমরা কতটা আত্মকেন্দ্রিক। যখন আমরা একবেলা না খেয়ে উপবাস করি আমরা ক্ষুধিত হই, এটা আমাদের স্মরণ করতে সাহায্য করে, যারা কেবল একবেলা খেতে পায় আর লক্ষ লক্ষ ভাগ্যহত মানুষ যারা ক্ষুধিত অবস্থায় শুতে যায়। আমরা যখন ইচ্ছাকৃত ভাবে কথা বলা বন্ধ করি বা নিস্তব্ধ থাকি তখন আমরা সেই সব হতদরিদ্র মানুষ, যাদের একটা ইন্দ্রিয় ব্যবহৃত হয় না, তাদের সঙ্গে যোগ সুত্র খুঁজে পাই। এবং হঠাৎ করেই আমরা সেই সমস্ত দৃষ্টিহীন, মূক বধির, খঞ্জ মানুষের সাথে একাত্ন হয়ে যাই।

আপনার যদি একটি নিস্তব্ধ জায়গা পেতে সমস্যা হয়, আপনার শহর থেকে (যদি আপনি শহরে বাস করেন) অথবা গ্রামের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যান। যখন আমরা মানুষের সৃষ্ট ঘর-বাড়ি, মানুষের সৃষ্ট গাড়ী বা যানবাহন এবং অন্যান্য আরও অনেক জিনিস, এবং অনেক মানুষ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি, তখন মানুষের মাহাত্ম্য বিষয় চিন্তা করা আমাদের স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধ্যান করা (দ্বীতিয় বিবরণ ২:১, লূক ৯:৪৩)। সেইজন্য আপনি সেখানে যান, যেখানে আপনি ঈশ্বরের সৃষ্ট বিষয়বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত হবেন। আপনি যেখানে বাস করেন হয়ত সেখানে ঈশ্বর গাছ বা অন্যান্য আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন যা কিনা প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। ঈশ্বর পর্ব্বতরাশি সৃষ্টি করেছেন, অথবা মহাসমুদ্র যা কিনা সেই পর্ব্বতরাশি থেকেও আপনার আরও কাছে অবস্থিত , ঈশ্বর সেই সব প্রাণীও সৃষ্টি করেছেন। টেলিভিসন, রেডিও, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব থেকে আপনি দূরে যান। এককী নিস্তব্ধতা এবং উপবাসের স্থিরতার মধ্যে ঈশ্বরের আন্বেষণ করুন, এবং আমি নিশ্চিত আপনি যা খুঁজছেন তা পাবেন।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১. শেষ কবে আমি সত্যিকারের বিশ্রামদিন পালন করেছি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে?

২. ঈশ্বরের সৃষ্ট বিষয়বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার জন্য আমি কোথায় যেতে পারি?

৩. আমি যদি সত্যিই সময় নিয়ে আমার আশপাশ, আমার স্কুল, এরং মন্ডলী তথা যুব সম্প্রদায়কে দেখি তাহলে ঈশ্বর আমাকে কী দেখাবেন?

৪. আমার জীবনের কোন কোন বিষয়গুলি আমি বাদ দিতে পারি যা কিনা আমাকে নিস্তব্ধতা এবং উপবাসের মুহূর্তের জন্য সময় দেবে।

পঞ্চম অধ্যায়

পবিচর্য্যা:
আমরা পরিচর্য্যা কাজ কেন করি

৫.১ ঈশ্বর তাই চান

৫.২ আমরা সকাল ঈশ্বরের সন্তান

৫.৩ ঈশ্বরই পথ প্রদর্শক

৫.৪ আমরা সকলে ঈশ্বরের যাজক

সেবিন উইক এবং টিম ইভ্যান্স

৫.১ ঈশ্বর তাই চান

প্র: ঈশ্বর কি উদ্বিগ্ন অথবা তিনি কি চান যে আমি দরিদ্র দেশের ঋণের ব্যাপারে, এড্‌সের সমস্যার ব্যাপারে, ক্ষুধিত পৃথিবীর জন্য বা সবথেকে দরিদ্রদের জন্য কিছু করি?

নিঃসন্দেহে তিনি চান - উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি যা আমাদের জীবনের বাস্তবিকতার রূপ দেয় সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হয়ে, আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে কি ভাবে প্রেম করব - যে জিনিসটার সবথেকে বেশী প্রয়োজনের ব্যাপারে যীশু বলেছেন (মথি ২:৩৭-৪০)। আমরা সবাই একই যোগসূত্রে আবদ্ধ যদিও ‘‘যোগসূত্রটা’’ ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন, তথাপি আমরা কেউই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিনা। হয়ত সেই রাস্তার ভিক্ষুকটি যে আপনার কাছে প্রতিদিন ভিক্ষা চায় তাকে আপনি রোজ পাশ কাটিয়ে চলে আসেন। হয়ত রাস্তার সেই শিশুটা যার একটা পরিস্কার সার্ট বা প্যান্টের প্রয়োজন। এও হতে পারে যে আপনি বাজারে গিয়ে জিনিসের মোড়ক দেখলেন যে, সেটা কোথায় কোন দেশের উৎপাদন। কখনও দেখলেন সেই জিনিসটা আপনার নিজের দেশেই তৈয়ারী হয়েছে আবার কখনও দেখলেন সেটি আমাদের এই বিরাট বিশ্বের অর্ধেক গোলকবৃত্তে অবস্থিত অন্য কোন দেশের। এই যোগসুত্রের সঙ্গে, তা যে রূপই হোক না কেন, সংবাদ মাধ্যমে বা ইন্টারনেটে, আমরা সব সময়ই অন্য মানুষদের সামনা সামনি হচ্ছি এবং এর সাথে এক দায়িত্বও আমাদের উপর বর্তায়। আপনি হয়ত ভান করতে পারেন যে, সেই ভিক্ষুকটা নেই বলে, কিন্তু আপনি বরাবরই তাকে দেখতে পাবেন।

আপনি হয়ত ভান করে বলতে পারেন সেই শিশুটির সাহায্যের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সে যখন আপনার দিকে তাকিয়ে আপনার কাছে সাহায্য চাইবে, আপনি তখন কি উত্তর দেবেন? আপনি ‘সবাই সুখী’ বলে ভান করতে পারেন না। আপনি ভান করতে পারেন না যে আপনি সবাইকে বাদ দিয়ে একাকী আপনার জীবন যাপন করতে পারবেন, আপনি যে বাসে যাতায়াত করেন তার চালক, আপনি যে খাবার খান তার রাঁধুনি, আপনি যে সমস্ত দ্রব্য কেনেন তার উৎপাদকের, আপনি কি তাদের জন্য উদ্বিগ্ন? আপনি কি এইসব প্রতিবেশীদের প্রেম করেন, তারা আমাদের বাসস্থানের কাজেই থাকুক বা কোন দূরবর্তী স্থানে বাস করুক?

‘‘প্রেম কর’’ এর অর্থ কি? এই প্রশ্নে যে বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে তা অভিভূতকারী, বর্ণিত প্রশ্নের যে দ্বন্দ্ব, তা কেউ একা নিজে সমাধান করতে পারবে না। সুতরাং আমরা কোথায় শুরু করব। সমস্ত শাস্ত্রে ঈশ্বর তাঁর লোকদের আহবান করেছেন এইরকম লোক হতে, ‘‘বস্তুত ন্যায্য আচরণ,

দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন” (মীখা ৬:৮)। এটা থেকেই কি আমরা শুরু করব? যিশাইয় ১:১৬-১৭, গীতসংহিতা ১০, মথি ৫, লূক ৪, ১ যোহন ৩:১৬ পদগুলি দেখুন।

যখন আপনি সুসমাচার অনুসন্ধান করেন আপনি কি রূপে ঈশ্বরকে দেখেন? যে সমস্ত লোকেরা যীশুর সংস্পর্শে এসেছিল তাদের সাথে যীশু কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন? কাদের জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন?

৫:২ আমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান

প্র: আমি মন্ডলীতে সবসময় একটা কথা শুনি, সেটা হল : "উদ্ধারপ্রাপ্ত বনাম উদ্ধারপ্রাপ্তহীন'' এবং লোকেরা এটাও বলে যে উদ্ধারপ্রাপ্তহীনদের আরও আমাদের মত করার প্রয়োজন আছে। "আরও আমাদের মত করাটাই'' কি আমাদের পরিচর্য্যা কাজের কারণ?

আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যখন অন্যদের উদ্ধারের কথা বলি, তার অর্থ হল যারা অসম্পূর্ণ বা ভগ্ন তাদের সুস্থ করা, পুনরুদ্ধার করা এবং তাদের ঋণ পরিশোধ করা, ঈশ্বর তাই করেন। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের মনোনীত করেন, অর্থাৎ আমরা যা বলি বা করি তার মাধ্যমে সেই কাজ করেন। ''আরও আমাদের মত করা" কখনই আমাদের পরিচর্য্যা কাজের কারণ হতে পারে না। ঈশ্বরকে প্রেম করা এবং অন্যদের প্রেম করাই পরিচর্য্যা কাজের মূল কথা (৫:১ অধ্যায় দেখুন)। আমরা যা করি তা কেন করি, আমরা যে জীবন যাপন করি কেন তা করি--এই প্রশ্নগুলি এখন অন্যেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করে। যদি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রেম প্রতিফলিত হয় তখন তা অন্যদেরও ঈশ্বরকে অনুসণ করতে বাধ্য করবে।

কল্পনা করুন, খ্রীষ্টকে জানাটাই আপনার জীবন সবচেয়ে উত্তম ব্যাপার হয়েছে, আপনি কি চান যে অন্যেরাও সে ব্যাপার জানুক? আপনি কি চাননা আপনার আশে--পাশের লোকে খ্রীষ্টের সম্বন্ধে জানুক? পরিত্রাণ এবং মুক্তিকে একটা ক্রমাগত প্রক্রিয়া স্বরূপ দেখাটা যুক্তিযুক্ত হবে। হ্যাঁ, আমরা কেবল খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমেই পুনরুদ্ধারিত হয়েছি। কিন্তু এই পৃথিবীতে বাস করা কালীন আমরা প্রতিদিনই কোন না কোন ভগ্ন সম্পর্ক দ্বারা ব্যথিত হই। আমাদের স্কুল বা কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের সামনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, আমাদের আরও বেশী করে ভালবাসা পেতে ও ভালবাসা দিতে প্রয়োজন হয়। সেই জন্য প্রতিদিনই আমাদের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় তার পুনরুদ্ধার এবং সুস্থতা লাভের জন্য। এবং প্রতিদিন ঈশ্বরকে ভালবাসার, আমাদের প্রেমের গভীর ইচ্ছাই, আমাদের আশেপাশের লোকদের আরও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহ দান করবে। এবং সেটাই আমাদের আশেপাশের লোকদের কাছে সুস্থতা এবং পুনরুদ্ধার নিয়ে আসবে। আমরা যদি সুসমাচারের এবং প্রেরিত পুস্তকের গল্পগুলি পড়ি, তাহলে কি বুঝতে পারব যীশু কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার আশে পাশের মানুষদের পরিচর্য্যার জন্য? অনেক মানুষ, তাকে অনুসরণ করুক এই ভেবে কি তিনি তাদের পরিচর্য্যা দান করেছিলেন? লূক ৫:১৫-১৬ পদ দেখুন।

লোকেরা অন্যদের কাছে যীশুর কথা বলার জন্য কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? তারা কি খুব সাধারণভাবে বলেছিল যে, "যীশুর অনুসরণ" কারী দলে অনেক লোক আছে? অথবা তারা কি তাদের জীবনকে পরিবর্তন করার উপায় খুঁজে পেয়েছিল, যা তাদের ত্রাণ দিয়েছিল, যার জন্যই তারা সবাইকে সে কথা জানাতে চেয়েছিল (যোহন ৪ অধ্যায় সেই মহিলার মত)?

৫:৩ ঈশ্বরই পথপ্রদর্শক

প্র: কোন কোন সময়ে আমার এই ধারণা হয় যে আমি ঈশ্বরের জন্য অনেক কিছু করছি, যেন ঈশ্বর এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। যখন আমি, যুব সম্প্রদায় বা আমাদের মন্ডলী পরিচর্য্যার কাজ করি তখন ঈশ্বর কোথায়?

দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়েটো শহরে একটি গীর্জ্জাতে যীশুর একটি মুর্তি আছে। জাতি দাঙ্গার সময় কিছু অস্ত্রধারী লোক এসে সেই গীর্জ্জার পুরোহিতকে ধরে টানতে টানতে সেই মুর্তির সামনে নিয়ে যায় এবং তাকে দেখিয়ে সেই যীশুর দুটি হাত গুলি করে ভেঙে দেয়। প্রসারিত বাহু নিয়ে সেই মুর্তিটি এখনও আছে কিন্তু তার কোন হাত নেই। আপনি ইন্টারনেটে সেই মুর্তির ছবি দেখতে পারেন। (আপনি ‘‘Regina Mundi’’ সেই গীর্জ্জার নাম খোঁজ করুন)।

হস্তছাড়া এই মুর্তি যীশুর এক সুন্দর প্রতিবিম্ব, ঈশ্বরের এক প্রতিবিম্ব এবং যেভাবে তিনি আমাদের মাধ্যমে কাজ করতে চান তার প্রতিবিম্ব। আমরাই তাঁর হাত ও তার পা, এবং তাই যখন এক যুব সম্প্রদায় হিসাবে, এক মন্ডলী হিসাবে অথবা নিজে ‘‘পরিচর্য্যা কাজ করি’’ এটা মনে হতে পারে যে আমরা ঈশ্বরের জন্য তা করছি এবং তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন।

এটা কি মনে হয় সত্য? কল্পনা করুন, ঈশ্বর সব সময় আপনার পাশে আছেন। কল্পনা করুন ঈশ্বর আপনার সেই বন্ধু যিনি আপনার সঙ্গে আপনার বৃদ্ধ প্রতিবেশীর বাগানে মাটি খুঁড়ে পরিষ্কার করছেন। অথবা তিনি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে একটা স্কুলের দেওয়ালা রং করছেন, অথবা তিনি আপনার সাথে যাচ্ছেন যখন আপনি হাসপাতালে কাউকে দেখতে যাচ্ছেন। যীশু স্বর্গে যাওয়ার আগে তাঁর শিষ্যদের বললেন যে, তিনি তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মা পাঠাবেন যাতে তারা সাক্ষ্যদানের জন্য শক্তি পায় (প্রেরিত ১ অধ্যায় পড়তে পারেন আরও জানার জন্য)। এবং তিনি তাই করেছিলেন। আমরা আমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহভাগিতায় থাকতে আহূত হয়েছি। তার পবিত্র আত্মা আমাদের ভিতরে কার্য্য করে এবং তাঁকে সেবা করতে আমাদের শক্তি দেয়। তাহলে, সেই বৃদ্ধার কাজের মধ্যে, যে ফুল নিয়ে আসে গীর্জ্জাতে যাতে তা সুন্দর দেখায়, তার মধ্যে ঈশ্বরকে খোঁজায় বাধা কোথায়? অথবা সেই শিশুর মধ্যে যে নাচ করে সেই বৃদ্ধার গানের সাথে?

৫.৪ আমরা সকলে ঈশ্বরের যাজক

প্র: আমার মনে হয় অন্যদের সাহায্য করার জন্য আমার কিছু ভাল পরিকল্পনা আছে, কিন্তু আমি যাজক নই, যুবক গোষ্ঠীর যাজকও নই, এমনকি যুব নেতাও নই। তাহলে আমি তাদের কাজ তাদেরই করতে দেব?

বাইবেলের কোন অধ্যায়ে কেউ কি দেখাতে পারে যেখানে কেবল মন্ডলীর নেতারাই মন্ডলীর সব কাজ করবে বলে বর্ণিত আছে? নেতারা সব কাজ করবে এটা কিন্তু তাদের বিশেষত্ব নয়। মন্ডলী তখনই সজীব বলে গণ্য হয় যখন সেখানে সবাই মিলে কাজ করে। মন্ডলী বিশ্বাসীদের দেহ স্বরূপ, দেহ 'এক' ও 'আত্মা এক'; সেখানে একযোগে কাজ করার জন্য 'আহুত হইয়াছে' (ইফিষীয় ৪:১-৬)।

অন্যকে সাহায্য করতে বা আপনার পরিকল্পনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে কখনও ভীত হবেন না। পৌল ১ করিন্থীর ১২ পদে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দেহ সম্বন্ধে কি বলে। প্রত্যেক বিশ্বাসীকেই কিছু কার্য্য সম্পাদন করতে হবে।

পরিচর্য্যা কাজের মুল কথাই হল, অন্যের ''প্রয়োজনের যত্ন লওয়া'' অন্যের আরোগ্যতার জন্য এবং অন্যে প্রয়োজনের যত্ন লওয়াতে সক্রিয় হওয়া। আমরা সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি যিনি 'পরিচর্য্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু অন্যদের পরিচর্য্যা' দেবার জীবন ধারণ করছেন (মথি ২০:২৫-৩৪)।

খ্রীষ্টিবিশ্বাসীর জীবন একে অন্যের প্রতি প্রেম এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের উপর নির্ভরশীল। সুতরং সমস্ত পরিচর্য্যা কার্য্যের মূল কথা হল ঈশ্বরকে প্রেম কর এবং একে অন্যকে প্রেম কর।

আমরা ''পরিচর্য্যা কার্য্য করি'' কারণ আমরা প্রতিমূর্তিতে সেই রূপ লোক হতে চাই যিনি অন্যের প্রয়োজনে এবং অন্যের স্বর্থে নিজেকে শূন্য করলেন (ফিলিপীয় ২:৪-১১), সেই রূপ লোক হিসাবে। আমরা আমাদের আশেপাশের লোকদের সঙ্গে সেই ব্যবহার করি যা খ্রীষ্ট করতেন সেই ভালবাসার সম্ভ্রম এবং যত্ন দিয়ে। মন্ডলী যখন এইভাবে চালিত হয়, তখন তা ঈশ্বরের বাস্তবতার প্রতি এবং পৃথিবীর জন্য তার ভালবাসার প্রতি নির্দ্দেশ করে।

প্রেরিত পৌল ১ম করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে মন্ডলীকে একটি দেহ রূপে কল্পনা করে বর্ণনা করেছেন

যে, যীশু অনুসরণকারী প্রত্যেকেই সমান গুরুত্ব পূর্ণ এবং অনুগ্রহ দান প্রাপ্ত। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেহের প্রতিটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ, সেইরূপ আমরা প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ, এবং কোন ‘‘অপ্রোরজনীয়’’ অংশ নেই যা কিনা নিশ্চিত বলে কেবল শুধু তাকিয়ে দেখবে। এবং যখন তিনি ১ তীমথিয় ৪ অধ্যায় তীমথিয়কে লেখেন তিনি তাঁকে উৎসাহ দান করেছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী হতে এবং সত্য বিশ্বাসীদের কাছে নিজেকে এক উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরতে।

সুতরাং ইহা দ্বিগুণ ব্যাপার - আমাদের কোন ওজর-আপত্তি দেওয়া চলবে না, ‘‘তাদের কাজ তাদের করতে দাও’’ বলে, কেননা ঈশ্বরকে সেবা করা যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি অন্যদেরও সেবার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের পরিকল্পনা অন্যের সঙ্গে আলোচনা করা; এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার উপায় বের করাও আমাদের দায়িত্ব। আমাদের কোন উপাধি দায়িত্বের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ভালভাবে কাজ করা প্রয়োজন, যাতে অন্যের কাছে সেটা উদহারণস্বরূপ হতে পারে, একটা অনুপ্রেরণা স্বরূপ হতে পারে। সেইভাবে, তারা আপনার পরিকল্পনাতে অংশগ্রহণ শুরু করবে এবং আপনাকে আপনার অনুগ্রহ দান অনুযায়ী পরিচর্য্যা কার্য্য করতে সাহায্য করবে।

আপনার আশেপাশে কারা আছে যারা আপনার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে? আশাকরি প্রশ্নের ভিতর যাদের ‘‘কার্য্যের’’ তালিকা আছে তারা আপনার কার্য্যের অংশগ্রহনকারী হবে এবং আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি আশ্চর্য্য হবেন জেনে যে, অন্য আরও অনেকের সেই সেই পরিকল্পনা আছে এবং আপনি তাদের সাথে একযোগে সেই পরিকল্পনাকে উন্নততর করতে পারবেন। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে কিভাবে অন্যকে সেবা করবে এবং তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকেই সেবা করবে। আপনাকে কি জিনিস অনুপ্রেরণা দেয়? আপনার পরিকল্পনা কি কর্ম্মে পরিণত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যত্বকে প্রতিষ্টা করছে? আপনি কি সেই কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত যা ঈশ্বরের ভালবাসাকে, আপনি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়?

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিচর্য্যা কার্য্য: আমরা কাদের পরিচর্য্যা দিয়ে থাকি

৬.১ যারা হারিয়ে গিয়েছে

৬.২ তাদের মধ্যে যারা নগণ্যতম

৬.৪ একে অপরকে

৬.৪ এই পৃথিবীকে

কাইল হিমেলরাইট

৬:১ যারা হারিয়ে গিয়েছে

প্র: যীশু বলেন, তিনি এসেছিলেন অন্বেষণ করতে এবং উদ্ধার করতে। আমি যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই, তাহলে আমি কিভাবে সেই রূপ করব?

যীশু প্রকৃতপক্ষে এসেছিলেন যারা হারিয়ে গেছে তাদের ''অন্বেষণ ও উদ্ধার করতে'' তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তিতে, ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক মানুষকে আন্বেষণ করে তার সহিত সহভাগিতা করার জন্য। তারা বোঝবার আগেই, তিনি তাদের অন্বেষণ করেন। যখন তারা মনস্থ করে ঈশ্বরকে তাদের জীবন দিতে, তখন ঈশ্বরও তাদের উদ্ধার করেন। আমাদের এইভাবে ''অন্বেষণ করে উদ্ধার'' করতে হবে না। আমাদের যেটা করার দরকার তা হল প্রতিদিনই খ্রীষ্টের পথ অনুসরণ করে আমাদের জীবন পথে চলা যাতে লোকেরা যখন আমাদের দেখবে, তারা যীশুর সম্বন্ধে কে নিভুল তথ্য পাবে। আপনি যদি বলেন, ''আমি যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই'' তাহলে আপনি ইতিমধ্যে তা শুরু করে দিয়েছেন। যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাত্রা তখনই আরাম্ভ যখন আমরা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করি এবং আরও স্বীকার করি যে, তিনি অনুসরণের যোগ্য। তর্থাপ কেবল অনুসরণ করব ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রথমে বোঝার প্রয়োজন আছে এই পৃথিবীতে যীশু কে ছিলেন এবং কেন তিনি তাঁর পদচিক নির্দ্দিষ্ট করে রেখে গেছেন। নুতন নিয়মের প্রথম তিনটি বইয়ের যে কোন একটা পড়ুন। যীশু কোথায় তাঁর পদচিহ্ন রেখে গেছেন? কাদের সাথে যীশু চলাফেরা করতেন? আমরা যখন এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে সক্ষম হব, তখন আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পারব কোথায় এবং কাদের সাথে আমাদের চলা উচিত।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১: ঈশ্বর কেন আপনাকে, যে স্থান আছেন, সেই স্থানে স্থাপন করেছেন? আপনি কাদের সহচর্যো থাকেন?

২. আপনি খ্রীষ্টরূপ ভালবাসা কিভাবে আপনার সংস্পর্শে আসা লোকদের বিশেষভাবে দেখাবেন?

৩. আপনি কি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদের দেখে ভেবেছেন যে, তারা যা করছে তা করার জন্যই আহূত? আপনি কেন সেরূপ চিন্তা করেছেন? তারাকি ভাবে এই পরিচর্য্যা কার্য্যের জন্য বা অন্য কাজ করার জন্য সঠিক যোগ্য হয়েছেন?

৬.২ তাদের মধ্যে যারা নগণ্যস

প্র: আমি চাই আমার বন্ধুরা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় কিন্তু তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা বা খ্রীষ্টের পথে আনাই কি একমাত্র পরিচর্য্যার কাজ যা আমার করার প্রয়োজন?

প্রত্যেকে ব্যক্তিরই প্রভাবের একটি পরিধি আছে। এই বিরাট পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা যা বলি বা করি লোকদের উপর তার প্রভাব পড়ে। এটি আপনার কাছে এক নিগূঢ় উপলব্ধ যখন, আপনি স্বীকার করেন যে আপনার বন্ধুর খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কের প্রয়োজন আছে এবং সেই ব্যাপারে আপনার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। আরও নিগূঢ় সেই উপলব্ধি যখন আপনার বোধগম, হয় যে, আমাদের পরিচর্য্যাকার্য্য কেবল সুসমাচার প্রচার বা অন্যকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করার থেকেও আরও কিছু মহৎ। এইখানে মন্ডলীর একটি ভূমিকা আছে। সর্ব্বপ্রথম প্রচারক, পৌল ঈশ্বরের মন্ডলীকে মনুষ্যদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে তার নিজস্ব কাজ করতে হবে যাতে দেহ তার স্বাভাবিক কর্ম্ম করতে পারে। আপনি শরীরের কোন অঙ্গ বিশেষ, এবং কি পরিচর্য্য কাজের জন্য তিনি আপনাকে আহবান করেছেন তা জানতে হলে আপনি নিম্নে বর্ণিত কিছু সাহায্যকারী বিষয়গুলির সাহায্য নিতে পারেন।

প্রথমত, আপনি এই বিষয়ে প্রার্থনা করতে পারেন। ঈশ্বর আপনাকে এক বিশিষ্ট অনুগ্রহ দান করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য। সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে গোপন রাখতে চান না, কিন্তু তিনি চান আপনি সেটা অন্বেষণ করুন। আমরা যখন প্রার্থনা করি, আমরা অন্বেষণ করি এবং ঈশ্বরের সেই উত্তম নির্দিষ্ট কাজের কথা জানতে পারি।

দ্বিতীয়ত, চিন্তাকরুন ঈশ্বর কিভাবে আপনাকে এক বিশিষ্ট অনুগ্রহ দান করেছেন। আপনি কি অনায়াসে আন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারেন? আপনি কি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শীতার আর্শীবাদ পেয়েছেন? আপনি কি জীবনের একটি বিশেষে ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন? যদি ঈশ্বর আপনাকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অনুগ্রহ দান করে থাকেন, যা হয়ত তিনি করেছেন, যাতে আপনি আপনার সেই নৈপূণ্যতে ঈশ্বরের গৌরব এবং কার্য্যের জন্য ফিরিয়ে দিতে পারেন।

তারপর যারা আপনাকে চেনে সেই লোকদের জিজ্ঞসা করুন পরিচর্য্যার কি অনুগ্রহ দান তারা আপনার কাছে দেখেছেন? অনেক সময় আমরা আমাদের পাওয়া দানকে দেখতে অসক্ষম হই কেননা আমরা ভেবেনি এটাই আমাদের পথ। অন্য সময়ে আমরা সুশ্ম সমালোচক হয়ে উঠি, এবং ঈশ্বর আমাদের দ্বারা যে কার্য্য সাধন করেছেন সেই ব্যাপারে আমরা আমাদের মর্য্যাদা দিতে

কুন্ঠিত হই।

সর্বশেষে বলি যে, কয়েকটা বিভিন্ন পরিচর্যার কার্য্যের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যোগ দিয়ে দেখুন ঈশ্বর আপনার অন্তরে কোন ব্যাপারে বা কোন কার্য্যের জন্য প্রবল ইচ্ছা দিয়েছেন। অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না কি অপূর্ব সেবার সুযোগ আমাদের সামনে আছে, যতক্ষণ না আমরা তাতে পূর্ণরূপে যোগদান করে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করি।

যখন প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার চেষ্টা করি, এবং আমাদের অনুগ্রহ দান, অন্যদের সাথে আমাদের কথোপকথন এবং আমাদের সরাসরি অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিবেচনা করি তখন ঈশ্বর আমাদের কাছে তা আরও স্পষ্টতর করে তোলেন।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। ‘‘তাদের মধ্যে নগণ্যতম’’ কারা?

২। ‘‘তাদের মধ্যে নগণ্যতম’’ কতজন ব্যক্তির সঙ্গে আমরা নিয়মিত সংস্পর্স্প রাখি?

৩। কি কি অনুগ্রহ দান আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বুঝতে পেরেছেন?

৪। আপনি কিভাবে আপনার সেই অনুগ্রহ দানসমুহ, আপনার মন্ডলীর অঙ্গ হিসাবে আপনার যা দায়িত্ব, তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন?

৬.৩ একে অপরকে

প্র: আমি অনেক সময় ভাবি খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা একে অপরের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে না, এবং এটা কি উচিত নয় যে তারা একে অপরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক? বাইবেলে কি এই সম্বন্ধে কিছু বলা আছে?

আপনি এক ইটালীবাসীকে তার ভাষা দ্বারা চিনতে পারেন। আপনি একজনের উর্দি দ্বারা চিহ্নিত করতে পারেন সে পুলিশের আধিকারিক। আপনি একজনের আকার দেখে বলতে পারেনসে শিশু। যোহন ১৩:৩৪-৩৫ পদ বলে, আপনি একজনের ভালবাসা দেখে বলতে পারেন সে যীশুর অনুসরণকারী। খ্রীষ্ট অনুসরণকারী হিসাবে আমরা আহূত হয়েছি, আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের পরিধির বাইরেও যেন আমরা অন্যদের ভালবাসি। মথি ৫ অধ্যায়ে পর্ব্বতের উপর উপদেশে খ্রীষ্ট আমাদের সামনে এক কঠিন দ্বন্দ্ব রেখেছেন সেখানে তিনি বলছেন, আমাদের যদি কেউ ঘৃণাও করে তাকেও ভালবাস।

বাইবেল এক বিরাট পুস্তক, কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছেন দুইটি প্রধান ভাব দ্বারা সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যায় তা হল, ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত কিছু দিয়ে প্রেম করা, এবং আমরা নিজেকে যেমন ভালবাসি সেইরূপভাবে আমরা যাদের সংস্পর্শে আসি তাদেরকেও ভালবাসা। ঈশ্বর হচ্ছেন প্রেমের প্রতীক (১যোহন ৪:৮) এবং আমরা তাঁর বিরুদ্ধে মহাপাপে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে আমাদের নিমিত্ত বলিদান করে তার সেই প্রেমের স্পষ্ট নির্দর্শন দিয়েছেন। (রোমীয় ৫:৮), যদি প্রেম ঈশ্বরের প্রধান উপাদান হয় তাহলে যাদের জন্য খ্রীষ্ট আত্মবলিদান দিলেন তাদের প্রেম করতে আমরা অসক্ষম হই তবে আমরা কি করে নিজেদের খ্রীষ্টবিশ্বাসী বা খ্রীষ্টঅনুসরকারী বলব?

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। খ্রীষ্টের জন্য আমরা যদি এই জগতের সবার কাছে পৌঁছাতে চাই তবে আমাদের সব থেকে জরুরী প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কি?

২। মানুষের কাছে পৌঁছাতে গেলে একটি বাড়ির কি ভুমিকা আছে? একটি বাইবেলের কি প্রয়োজন? একজন স্বীকৃত পুরোহিতের কি প্রয়োজন? সংগীতের কি প্রয়োজন? অর্থ বা একটি ধর্মগোষ্ঠীর কি প্রয়োজন?

৩। অহেতুক বিষয়গুলি নিয়ে মন্ডলীতে কতটা দ্বন্দ্ব আছে?

৪। মথি ১৮:২৯-৩৫ ক্ষমার ব্যাপারে আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

৬.৪ এই পৃথিবীকে

প্র: আমি যখন বাইরে প্রকৃতির মধ্যে থাকি আমার মনে হয় আমি ঈশ্বরের সন্নিকটে আছি। কিন্তু ঈশ্বরের কি পরিবেশের ব্যাপারে বা প্রাণীরা যে লুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে এই সব ব্যাপারে উদ্বেগ আছে?

বাইবেলের প্রথম অধ্যায় আমাদের বলে যে ঈশ্বর তার সৃষ্টির শেষে তাঁর সৃষ্টির পরিণামকে বিশ্লেষণ করে বললেন, ''সকলই উত্তম''। আকাশ পৃথিবী এবং জলরাশিকে আলাদা করে ঈশ্বর পশুদের তাদের নিজস্ব বিচরণস্থানে, যেমন যারা পায়ে হাঁটে, যারা জলে সাঁতার কাটে বা যারা আকাশে উড়ে যায় তাদের আবাসস্থান দিলেন এবং ঈশ্বর তার কার্য্যে সন্তুষ্ট হলেন। আদম ও হবার জন্যও ঈশ্বর খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর অতন্ত প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বর এক সুষম অস্তিত্ব সৃষ্টি করলেন যাতে, যে প্রাণীরা সাঁতার কাটতে পারে না, তিনি স্থল সৃষ্টি করে তাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান করলেন সেই প্রাণীদের জীবনধারণের জন্য। মাছের জন্য জল ছিল এবং পক্ষীদের জন্য তিনি আকাশ সৃষ্টি করলেন। শত শত কোটি প্রাণী, জীব, উদ্ভিদকে জটিল দুর্বোধভাবে একত্র করে এক শ্রেষ্ঠ্য অবদানের যে সৃষ্টি - একমাত্র সৃষ্টিকারী ঈশ্বরের পক্ষেই তা সম্ভব। আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ইহা লিপিবদ্ধ আছে যে, ঈশ্বর আদম ও হবাকে কেবল একটি একটি মাত্র নির্দ্দেশ দেন তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য।

প্রতিবার আমরা মানুষ যখন, পশু বা উদ্ভিদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বাসস্থান নষ্ট করে রাজপথ বা কেনাকাটার বিরাট বাজার, গৃহ, নির্ম্মাণ করি তখন ঈশ্বরের সৃষ্ঠ শ্রেস্ট অবদানের সুক্ষ্ম ভারসাম্য এবং প্রাকৃতিক বিন্যাসকে নষ্ট করি। আমরা যখন পুঃনব্যবহারের বদলে কেবল একবার ব্যবহার করে ফেলে দি, যখন আমরা রক্ষা করা থেকেও আমাদের সুবিধা বেশী দেখি, পৃথিবী পুণ: উৎপাদনের আগে যখন আমরা দ্রুত সমস্ত কিছু ব্যাবহার করে ফেলি, আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস করি যা কেবলমাত্র তুলনা করা যেতে পারে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সেই বিখ্যাত ছবি ''মোনালিসা''র উপর কালিমা লিপ্ত করা।

যেভাবে বিখ্যাত শিল্পীরা তাদের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ অবদানের উপর নিজের হস্তাক্ষর করেন সেইরূপ স্বর্গও ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে। আকাশ তার অপূর্ব সৃষ্ট নৈপ্যুণ্যতা প্রর্দশিত করে (গীতসংহিতা ১৯)। অন্য কথায় বলতে গেলে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা হয় কেননা আমরা তাঁর সৃষ্টিকে দেখি।

পৌলের এই উপলব্ধি হয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি ঈশ্বর সম্বন্ধে এক নীরব সাক্ষী। তিনি লিখেছেন "ফলত তাঁহার অদৃশ্য গুণ; অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই" (রোমীয় ১:২০)। আমরা যখন ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি যত্ন নিতে অকৃতকার্য্য হই আমরা কেবল তাঁর সৃষ্টিকারী স্বভাবকেই অবমাননা করি না, আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের নিজস্ব উদঘাটনকেও বিকৃত করি।

যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে

১। ঈশ্বর যদি পিছনে এক পদক্ষেপ নিয়ে তার সৃষ্টিকে পুণঃবিশ্লেষণ করতেন - তাহলে কি তিনি বলতেন ইহা উত্তম?

২। আমরা যখন ঈশ্বরের সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিই, তখন ঈশ্বরকে কোথায় দেখতে পাই?

৩। মথি ১০:২৯ পদ পড়ুন - এই পদটি আমাদের কি বলে ঈশ্বর কতখানি তার সৃষ্টির যত্ন নেন?

৪। কলসীয় ১:১৯-২০ পদ পড়ুন এখানে কি বলছে খ্রীষ্ট কেবল কি মানুষের সঙ্গে সম্মিলিত হবার পরিকল্পনা করছেন, অথবা তাঁর এই সামঞ্জস্যতার এক বিরাট পরিধি আছে?